POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

'এবং তোমরা এমন নিকৃষ্ট বস্তুর সংকল্প করিও না, যাহা হইতে তোমরা খরচ কর বটে, কিন্তু তোমরা স্বয়ং চক্ষু বন্ধ না করিয়া আদৌ উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহ। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, সকল প্রশংসার যোগ্য।'

(আল-বাকারা: ২৬৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 38

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 20 সেপ্টেম্বর , 2018 9 মহরম 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

-দোয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে যে, মুসলমানদের মেধ্য কেহ কেহ এরূপ হইবেন যে, তাঁহারা আপন নিষ্ঠা ও পবিত্রতার ফলে পূর্ববর্তী নবীগণের উত্তরাধিকারী হইবেন এবং নবুয়্যত রেসালতের আশিসসমূহ লাভ করিবেন। আবার কেহ কেহ এই রূপও হইবে যে, তাহারা ইহুদী প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে যাহাদের উপর এই দুনিয়াতেই আযাব নাযেল হইবে, এবং কেহ কেহ এউরূপ হইবে, যাহারা খৃষ্টানী বেশ ধারণ করিবে। কেননা খোদাতালার কালামে ইহাই প্রচলিত নিয়ম যে, যখন কোন জাতিকে কোন কার্য করিতে নিষেধ করা হয়, তখন উহার অর্থ ইহাই যে, সেই জাতির মধ্যে নিশ্চয় কতক এইরূপ লোক হইবে যাহারা খোদার জ্ঞানে নিষিদ্ধ কার্য করিবে এবং কেহ কেহ এউরূপও হইবেন যাহারা পুণ্য ও সাধুতার পথ অবলম্বন করিবেন।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সূরা ফাতেহায় যে শুধু শিক্ষাই রহিয়াছে তাহা নহে বরং ইহাতে এক মহা ভবিষ্যদ্বাণীও রহিয়াছে। তাহা এই যে- খোদাতালা তাঁহার 'রবুবীয়্যত', 'রাহমানীয়্যত' ও 'মালেকীয়্যতে ইয়াওমেদ্দীন' অর্থাৎ পুরস্কার ও দন্ড বিধানের ক্ষমতা, এই চারটি গুণের উল্লেখ করিয়া এবং নিজের সাধারণ শক্তির কথা প্রকাশ করিয়া পরবর্তী আয়াতসমূহে এই দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন- হে খোদা! তুমি এমন অনুগ্রহ কর যেন আমরা অতীতের সত্য নবী ও রসুলগণের উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারি, তাঁহাদের পথ যেন আমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং তাঁহাদের লব্ধ পুরস্কারসমূহ যেন আমাদিগকে প্রদান করা হয়। হে খোদা, তুমি আমাদিগকে এইরূপ পরিণাম হইতে বাঁচাও যাহাতে আমরা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া না যাই যাহাদের প্রতি এই দুনিয়াতেই আযাব অবতীর্ণ হইয়াছিল, অর্থাৎ হযরত ঈসা মসীহর যুগের ইহুদীগণ, যাহাদিগকে প্লেগ দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল। হে খোদা! তুমি আমাদিগকে ঐরূপ পরিণাম হইতে বাঁচাও যাহাতে আমরা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া না যাই, যাহাদের সহিত তোমার হেদায়াত ছিল না এবং যাহারা গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হইয়া গিয়াছে- অর্থাৎ খৃষ্টানগণ।

উল্লিখিত দোয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে যে, মুসলমানদের মেধ্য কেহ কেহ এরূপ হইবেন যে, তাঁহারা আপন নিষ্ঠা ও পবিত্রতার ফলে পূর্ববর্তী নবীগণের উত্তরাধিকারী হইবেন এবং নবুয়্যত রেসালতের আশিসসমূহ লাভ করিবেন। আবার কেহ কেহ এই রূপও হইবে যে, তাহারা ইহুদী প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে যাহাদের উপর এই দুনিয়াতেই আযাব নাযেল হইবে, এবং কেহ কেহ এইরূপ হইবে, যাহারা খৃষ্টানী বেশ ধারণ করিবে। কেননা খোদাতালার কালামে ইহাই প্রচলিত নিয়ম যে, যখন কোন জাতিকে কোন কার্য করিতে নিষেধ করা হয়, তখন উহার অর্থ ইহাই যে, সেই জাতির মধ্যে নিশ্চয় কতক এইরূপ লোক হইবে যাহারা খোদার জ্ঞানে নিষিদ্ধ কার্য করিবে এবং কেহ কেহ এউরূপও হইবেন যাহারা পুণ্য ও সাধুতার পথ অবলম্বন করিবেন। দুনিয়ার শুরু হইতে অদ্য পর্যন্ত খোদাতালা যত কিতাব প্রেরণ করিয়াছেন সেই সবগুরিতেই তাঁহার এই চিরন্তন রীতি বিদ্যমান রহিয়াছে যে, যখন তিনি কোন জাতিকে কোন কার্য করিতে নিষেধ বা উৎসাহিত করেন তখন তাঁহার জ্ঞানে ইহা নির্ধারিত থাকে যে, কতক লোক সেই কার্য করিবে এবং কতক তাহা করিবে না। সুতরাং এই সূরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছে যে, এই উম্মত হইতে কোন ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গীনভাবে নবীগণের রঙে প্রকাশিত হইবেন যেন صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আয়াত সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে পূর্ণ হয়। আবার তাহাদের মধ্যে কোন কোন দল সেই ইহুদীদের রূপে প্রকাশিত হইবে যাহাদিগকে হযরত ঈসা (আ.) অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এবং যাহারা ঐশী আযাবে নিপতিত হইয়াছিল যেন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। এবং এই উম্মতের কোন কোন দল খৃষ্টানদের রূপ ধারণ করিবে, খৃষ্টান হইয়া যাইবে, যাহারা মদ্যপান, স্বেচ্ছাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের ফলে খোদাতালার হেদায়াত হইতে বঞ্চিত হইয়াছে যেন 'ওয়ালায যাল্লীন' আয়াত হইতে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিপন্ন হয় তাহা পূর্ণ হয়। ইহা মুসলমানগণের ধর্ম-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত যে, শেষ যুগে সহস্র সহস্র তথাকথিত মুসলমান ইহুদী প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া যাইবে এবং কুরআন শরীফেরও বহু স্থানে এই ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান আছে। শত শত মুসলমানদের খৃষ্টান হইয়া যাওয়া এবং খৃষ্টানদের ন্যায় অবাধ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করা সুস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর ও অনুভূত হইতেছে এবং এরূপ বহু তথাকথিত মুসলমান আছে যাহারা খৃষ্টানদের জীবন পদ্ধতি পসন্দ করে এবং মুসলমান নামে অভিহিত হইয়াও তাহারা নামায, রোযা ও হালাল-হারামের (বৈধ-অবৈধের) বিধি নিষেধকে তীব্র ঘৃণার চক্ষে দেখে, এবং খৃষ্টান ও ইহুদী প্রকৃতিবিশিষ্ট এই উভয় দলের লোক এদেশে প্রচুর দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অতএব, সূরা ফাতেহার এই উভয়বিধ ভবিষ্যদ্বাণী তো তোমরা পূর্ণ হইতে দেখিয়াছ এবং কত কত মুসলমান ইহুদী প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছে ও কত খৃষ্টানদের বেশ ধারণ করিয়াছে তাহাও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৪০-৪৩)

*****❖*****❖*****❖*****

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সামাজিক প্রথা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা

হযরত সৈয়্যাদা উম্মে মাতীন মরিয়ম সিদ্দিকা (তৃতীয় পর্ব)

এই কারণে যেখানে কুরআন শরীফের ওয়ায হয় সেখানে খুব কম সংখ্যক মানুষের জমায়েত হয়। কিন্তু যেখানে এই ধরণের সভা হয় সেখানে বিরাট সংখ্যক মানুষের ভিড় একত্রিত হয়ে যায়। পুণ্যের প্রতি এই অনীহা এবং রিপু ও প্রবৃত্তির প্রতি আগ্রহ থেকে স্পষ্ট হয় যে, আত্মার আনন্দ এবং প্রবৃত্তির কামনার মধ্যে কোন বিভেদ মানুষ বোঝে নি।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৯)

'নিয়ায' সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, এগুলি সব বিদাত এবং হারাম বা অবৈধ।

তিনি (আ.) বলেন, আমাদের পরিবার গুলিতে শরীয়ত মেনে চলার ব্যাপারে ভীষণ শিথিলতা রয়েছে। কিছু মহিলা রয়েছে যারা যাকাত দেওয়ার যোগ্য আর তাদের কাছে ভুরিভুরি অলঙ্কার রয়েছে, কিন্তু তারা যাকাত দেয় না। কিছু মহিলা নামায-রোযা পালনে অবহেলা করে। কিছু মহিলা শিরকযুক্ত রীতি-রেওয়াজ মেনে চলে। যেমন বসন্তের পূজা। কিছু মিথ্যা দেবীর পূজা করা হয়। কিছু এমন প্রসাদ দেয় যাতে শর্ত আরোপ করা হয় যে, কেবল যেন মহিলারা সেবন করে, পুরুষ বা হুক্কা সেবনকারী যেন না খায়।..... কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, এগুলি সব শয়তানী পন্থা। আমরা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, এস খোদা তা'লাকে ভয় কর, অন্যথায় মৃত্যুর পর লাঞ্ছণা সহকারে কঠোর শাস্তির মুখে পতিত হবে এবং সীমাহীন ঐশী শাস্তি ভোগ করবে।"

(আল হাকাম, ষষ্ঠ খণ্ড, ১০ জুলাই ১৯০২)

মুসলমান আঁ হযরত (সা.)-এর উত্তম আদর্শ বর্ণনা করার জন্য মিলাদের আয়োজন করে থাকে। যতদূর এই ধরণের মজলিসের আয়োজনের প্রশ্ন, এর থেকে বেশি পুণ্যের বিষয় আর কি হতে পারে যেখানে তাঁর উত্তম আদর্শ সম্পর্কে বারবার উল্লেখ করা হবে, দরুদ প্রেরণ করা হবে, তাঁর আদর্শ অবলম্বন করা এবং সেই মত নিজেদের জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু মুসলমানরা দুর্ভাগ্যপূর্ণভাবে এই পুণ্যকর্মের মধ্যেও বিদাত অন্তর্ভুক্ত করেছে অর্থাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এই ধারণায় দরুদ পাঠ করা যেন সেই সময় আঁ হযরত (সা.)-এ আত্মা উপস্থিত হয়েছে।

(মালফুযাত, ৫ খণ্ড,পৃ: ২১১)

মোটকথা এই ধরণের আরও অনেক বিদাত আছে যা ধর্মের নামে মানুষ ধর্মের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সেগুলিকে ধর্মের রূপ দিয়েছে। কিন্তু ইসলামের চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে সেগুলির নাম-চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না বা এগুলির উপর আমলও করা হয় নি। মুসলমানেরা যখন ধর্ম থেকে দূরে সরে গেল তখন তাদের মধ্যে বিরাজমান অন্ধকার দূর করতে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে আবির্ভুত করেন। তিনি মহম্মদী শরীয়তকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং পৃথিবীকে এই শিক্ষা দেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনই হল মানুষের জীবনের পরম উদ্দেশ্য আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার একটিই পথ, সেটি হল আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য করা। তিনি বলেন-

" বান্দাদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সকল পুরস্কাররাজি ও নিদর্শন অবতীর্ণ হয় তা কেবলই আল্লাহ্‌র তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহের মাধ্যমেই হয়ে থাকে আর পীর, ফকির, সুফি, গদ্দী-নশীন, এবং নব-প্রবর্তিত ইবাদত পন্থা এবং সামাজিক কদাচার, সব কিছু বৃথা এবং বিদাত যা কখনোই অনুসরণযোগ্য নয়।..... মানুষের উচিত সব কিছু আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪৪৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র আদেশে যখন বয়আত গ্রহণ আরম্ভ করেন তখন বয়আতে একটি শর্ত এটিও ছিল-

৬ নং শর্ত- " সামাজিক কদাচার পরিহার করব। কুপ্রবৃত্তির অধীন হব না। পবিত্র কুরআনে অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করব এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসুল করীম (সা.)এর আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলব।"

প্রত্যেক আহমদী নারী ও পুরুষ যে হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর হাতে বয়আত করেছে, তার উচিত এই শর্তটিকে স্মরণে রাখা এবং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের বিষয়ে পর্যালোচনা করতে থাকা যে সে বয়আতে এই শর্ত অনুসারে কদাচার থেকে বিরত থাকছে কি না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা এবং রসুল করীম (সা..)-এর পুর্ণ আনুগত্যের পাশাপাশি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আদেশাবলী পালন করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। যেরূপ তিনি (আ.) নিজেই বলেন-

"এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ এবং অন্তরে বিচার করে দেখ যে, তোমরা যে আমার হাতে বয়আত করেছ এবং আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং 'হাকাম' ও আদাল হিসেবে স্বীকার করার পর আমার কোন সিদ্ধান্ত বা কর্মের বিষয়ে যদি অন্তরে কোন মলিনতা বা বিষন্নতা দেখা দেয়, তবে নিজের ঈমানের বিষয়ে চিন্তিত হও। যে ঈমান সংশয় ও অপবাদে পরিপূর্ণ, তা কোন শুভ পরিণাম বয়ে আনতে পারবে না। কিন্তু যদি তোমরা সত্য অন্তঃকরণে স্বীকার করেছ যে, প্রতিশ্রুত মসীহ প্রকৃতই 'হাকাম' (বিচারক) তবে এই আদেশ ও কর্মের সামনে নিরস্ত হও এবং আমার সিদ্ধান্তকে সমীহের দৃষ্টিতে দেখ যাতে তোমরা রসুলে করীম (সা.)-এর পবিত্র বাণীর প্রতি সম্মান ও মহত্ব প্রদর্শনকারী হিসেবে বিবেচিত হও।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৩)

এই নীতিগত শিক্ষাই প্রত্যেক আহমদী নর-নারীর জন্য অনুশীলনযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে আমরা প্রত্যেক কাজের পূর্বে এবিষয়ে চিন্তা করি যে, এটি কুরআন করীমের শিক্ষার পরিপন্থী নয় তো বা আঁ হযরত (সা.)-এর কোন নির্দেশের পরিপন্থী নয় তো। এবং পরিশেষে যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কোন সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের পরিপন্থী নয় তো? আমরা যদি এই নীতিকে দৃষ্টিপটে রেখে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করি, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লার কৃপার প্রত্যাশী হতে পারি।

বিবাহাদি সংক্রান্ত কদাচার

অপর এক প্রকারের কদাচার হল বিবাহসংক্রান্ত যা ধর্মের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে তা এমনভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, বাহ্যতঃ সেগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া সুদূর পরাহত বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও সেগুলি কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এগুলি সেই সব কদাচার যা সাধারণত বিবাহাদি, বাগদানপর্ব ইত্যাদি অনুষ্ঠানে করা হয়ে থাকে। বিবাহ উপলক্ষ্যে আনন্দ উদযাপন ভাল কথা, কারণ এটি আনন্দের মূহুর্তই বটে, কিন্তু এমন ক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষা হল- 'কুলু ওয়াশরাবু ওয়ালা তুসরেফু' অর্থাৎ খাও ও পান কর, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ তা'লাও এটিও বলেছেন যে, তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তা'লা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। কিন্তু আমাদের এখানে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে অপব্যায় করা হয় এবং ঋণ করে হলেও সামর্থের থেকে অধিক ব্যয় করা হয়। এর একটি বড় কারণ হল বরপক্ষের থেকে কন্যাপক্ষের কাছে বিপুল পরিমাণ পণ দাবি করা। বরপক্ষকে গয়নাগাটি পণ হিসেবে দেওয়ার এমন অশুভ রীতি প্রচলন পেয়েছে যার কারণে আহমদী পরিবারগুলির মধ্যেও বিবাহ-সম্পর্ক তৈরী করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। আত্মীয়তার বন্ধন তৈরী হওয়ার পরেও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের চাহিদা পুরণ না করার ফলে পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়, অনেক সময় যার চূড়ান্ত পরিণতি হয় 'খোলা' বা তালাক। আহমদী মহিলারা নিজেদের ইমামের হাতে বয়আত করার সময় এই অঙ্গিকারবাক্য উচ্চারণ করে যে, " পুণ্যকর্ম পালনের ক্ষেত্রে পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করব"। কদাচার পরিহার করা নিঃসন্দেহে বয়আতের অঙ্গিকার পূর্ণ করার নামান্তর। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" আমাদের জাতিতে এটিও একটি কদাচার পরিলক্ষিত হয় যে, ভিন্ন জাতিতে মেয়ের বিবাহ দেওয়া পছন্দ করা হয় না, এমনকি যতদূর সম্ভব ভিন্ন জাতির মেয়েকে বিবাহ করাও পছন্দ করা হয় না। এটি অত্যন্ত অহংকার ও দাম্ভিকতার পন্থা যা শরীয়তের আদেশের পরিপন্থী। আদম সন্তান সকলেই খোদার বান্দা। বিবাহ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিচার্য সেটি হল যার সঙ্গে বিবাহ করা হবে সে পুণ্যবান বা পুণ্যবতী কি না আর এমন কোন পরীক্ষার সম্মুখীন নয় তো যা কলহের কারণ হতে পারে। স্মরণ রাখা উচিত, ইসলামে জাতিভেদ নেই, কেবল তাকওয়া এবং পুণ্যবান হওয়ার বিষয়টি বিচার্য। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আতকাকুম'

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে খোদা তা'লার নিকট সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি সেই যে অধিক মুত্তাকী। আমাদের জাতিতে আরও একটি কদাচার প্রচলিত আর সেটি হল বিবাহাদি অনুষ্ঠানে শত-সহস্র টাকা ব্যয় করা হয়।

(ক্রমশঃ.....)

জুমআর খুতবা

বদরী সাহাবী হযরত আমির বিন রাবিয়া, হযরত হারাম বিন মিলহান, হযরত সাআদ বিন খওল, হযরত আবুল হায়শাত রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর উল্লেখ।

আজও শত্রুদের হাত প্রতিহত করার জন্য দোয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লাই এদেরকে শাস্তির উপকরণ তৈরী করুন এবং আমাদের জন্য স্বচ্ছলতা সৃষ্টি করুন।

সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ (রা.)-এর পুত্র সাহেবযাদা মির্যা মাজীদ আহমদ সাহেবের মৃত্যু অনুরূপভাবে শেখুপুরা জেলার আম্বানুরিয়া (পাকিস্তান) গ্রামেরমহম্মদ ইউসুফ সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া সৈয়্যদা নসীম আখতার সাহেবার মৃত্য। মরহুমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের হাদীকাতুল মাহদী (অল্টন) থেকে প্রদত্ত ১৭ আগস্ট , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৭ যহুর , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূও (আই.) বলেন আজও আমি কতক বদরী সাহাবীর স্মৃতি চারণ করব। যাদের মাঝে সর্বপ্রথম রয়েছেন হযরত আমের বিন রাবিয়া। তাঁর বংশ হযরত উমরের পিতা খাত্তাবের মিত্রগোত্র ছিল অর্থাৎ হযরত আমেরকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণেই তিনি প্রথমে আমের বিন খাত্তাব নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কুরআন যখন সকলকে নিজেদের জন্মদাতা পিতার প্রতি সম্পৃক্ত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে এরপর হযরত আমের বিন খাত্তাবের পরিবর্তে তাঁর জন্মদাতা পিতা রবিয়ার সাথে সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে আমের বিন রবিয়া নামে তাঁকে ডাকা হত।

এখানে সেসব লোকদের জন্যও কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যারা আত্মীয়স্বজনের সন্তান লালন- পালন করে আর তারা যতদিন বড় না হয় এটি বুঝে উঠতে পারে না যে, তাদের সত্যিকার বা আসল বা মূল বা জন্মদাতা পিতা কে, পরিচয় পত্র বা ইত্যাদি কাগজপত্রে আসল পিতার পরিবর্তে সেই পিতার নাম থাকে যারা তাদেরকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে, এই কারণে পরে সমস্যা দেখা দেয়, এরপর মানুষ পত্র লেখে যে এভাবে করে দেওয়া হোক বা এইভাবে করা হোক। তাই সব সময় কুরআনের নির্দেশ অনুসারেই কাজ হওয়া উচিত। শুধু সেইসব সন্তানদের ব্যতিরেকে যাদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় বা তাদের পিতামাতা সম্পর্কে বা যাদের পিতা মাতা সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না। তাদের বিষয় ভিন্ন। এ ব্যাখ্যার পর আমি তাঁর সম্পর্কে বর্ণনায় ফিরে আসছি।

এই যে বলা হয়েছিল যে, তাঁদের মাঝে মিত্রের সম্পর্ক ছিল। এ মৈত্রী সম্পর্কের কারণে হযরত উমর এবং হযরত আমেরের মাঝে শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ঈমান এনেছিলেন। তখনও মহানবী (সা.) দ্বারে আরকামে আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। .

(সীরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৩)

হযরত আমের তাঁর স্ত্রী লায়লা বিনতে আসমার সাথে ইথিওপিয়া হিজরত করেন, এরপর মক্কায় ফিরে আসেন। সেখান থেকে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত আমের বিন রাবিয়ার স্ত্রী মদীনায় হিজরতকারী মহিলাদের মাঝে সর্বপ্রথম হিজরতকারিনীর সম্মানে সম্মানিত। বদরসহ সকল যুদ্ধে মহানবীর সাথে ছিলেন। তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে ৩২ হিজরীতে। তিনি আন্য গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন।

হযরত আমের বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাকে বলেছিলেন যে, তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন কোন জানাযা দেখে জানাযার সাথে যদি যেতে না পারে তাহলে তার বা জানাযার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত যতক্ষণ না জানাযা চলে যায় বা জানাযা রেখে দেওয়া হয়।

আব্দুল্লাহ বিন আমের তার পিতা হযরত আমেরের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, এক রাতে নামাযের জন্য তিনি দণ্ডায়মান হোন, এটি সেই যুগ ছিল যখন মানুষ হযরত উসমানের বিষয়ে মতভেদ করছিল, সে সময় নৈরাজ্যের সূচনা হয়ে যায়, হযরত উমরের খিলাফতকালে। হযরত উসমান সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনা আরম্ভ হয়ে যায়। নামাযের পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে তাকে বলা হয় উঠ, আল্লাহ্রকাছে দোয়া কর যেন এই নৈরাজ্য এবং অশান্তি থেকে তিনি মুক্তি দেন, যা থেকে তিনি তাঁর নেক বান্দাদের পরিত্রাণ দিয়েছেন, হযরত আমের বিন রাবিয়া উঠেন, নামায পড়েন, এরপর দোয়া করেন। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর ঘর থেকে আর তিনি বের হোন নি বরং তার শবদেহই বেরিয়েছে।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৮-১১৯)

নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার এই অবস্থা আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেন তার জন্য।

হযরত আমের আরো বর্ণনা করেন, তাওয়াফকালে আমি মহানবী (সা.) এর সাথে ছিলাম, রসূলে করীম (সা.) এর জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে দিন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি, রসূলে করীম (সা.) বলেন, এটি কাউকে প্রাধান্য দেওয়া আর আমি প্রাধান্য দেওয়াকে পছন্দ করি না। (শারাহ যুরাকানী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯) । মহানবী (সা.) নিজ হাতে নিজের কাজ করার বিষয়ে যত্নবান ছিলেন।

এক ব্যক্তি হযরত আমের বিন রাবিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি তার ভালভাবে আতিথেয়তা করেন, সম্মান করেন। তার সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর কাছে সুপারিশ করেন, সে ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর কাছ থেকে হযরত আমেরের কাছে আসেন এবং বলেন আমি মহানবী (সা.) এর কাছে এমন একটি উপত্যকা জায়গীর হিসেবে চেয়েছিলাম যার চেয়ে উত্তম জায়গির পুরো আরবে নেই, মহানবী (সা.) সেই উপত্যকা আমাকে দিয়েছেন। এখন আমি এই উপত্যকার একটি অংশ আপনাকে দিতে চাই যা আপনার জীবদ্দশায় আপনারই হবে আর আপনার ইন্তেকালের পর আপনার সন্তান সন্ততির মালিকানা হবে। হযরত আমের বলেন যে, তোমার এই ভূমিখণ্ডের আমার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আজ এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমাকে এই ইহজগত ভুলিয়ে দিয়েছে। আর তা হল **"ইকতারাবা লিন্নাসে হিসাবুহুম ওয়াহুম ফি গাফলাতিম মু'রিজুন"** (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২) (হায়াতুস সাহাবা, সংকলক মহম্মদ ইউসুফ আল কান্ধুলি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫২৩) অর্থাৎ মানুষের হিসাব গ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছে তা সত্ত্বেও তারা ঔদাসিন্যে নিপতিত।

খোদা তা'লার ভয় এবং ভীতির এ ছিল অবস্থা সেসব উজ্জ্বল নক্ষত্রের আর এরাই ছিলেন তাঁরা যারা সত্যিকার অর্থে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন।

হযরত আমের বিন রাবিয়ার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যায়েদ বিন আমের বলেছেন, আমি আমার জাতির বিরোধিতা করেছি, ইব্রাহিমের সম্প্রদায়ের অনুসরণ করেছি। আমি হযরত ইব্রাহিমের সন্তান সন্ততির মধ্য থেকে এক নবীর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলাম, যার সম্মানিত নাম হবে

আহমদ কিন্তু এমন মনে হত যে, আমি তাঁকে পাব না। আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনছি এবং তা সত্যায়ন করছি, আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি নবী। যদি তাঁর যুগ তুমি পাও তাহলে তাঁকে আমার সালাম বল, তাঁর এমন লক্ষণাবলী আমি তোমার সামনে তুলে ধরছি যে, তিনি তোমার সামনে গোপন থাকবেন না। তিনি দীর্ঘকায় হবেন না, খর্বকায়ও হবেন না, তাঁর চুল ঘন হবে না আবার হালকাও হবে না, তাঁর চোখে সব সময় লাল আভা থাকবে। তাঁর দু' কাঁধের মাঝে নবুয়তের মোহর থাকবে, তাঁর নাম হবে আহমদ। মক্কা হবে তাঁর জন্মস্থান এবং বয়আত নেওয়ার স্থান। এরপর তাঁর জাতি তাঁকে সেখান থেকে বহিষ্কার করবে। তাঁর বাণীকে তারা অপছন্দ করবে এরপর তিনি ইয়াসরেব (মদীনার) দিকে হিজরত করবেন। তাঁর রিসালত এরপর জয়যুক্ত হবে। তাঁর বিষয়ে তুমি প্রতারণার শিকার হয়োনা। আমি ইব্রাহিমের ধর্মের সন্ধানে সব শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। আমি ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিউপাসক সকলকে জিজ্ঞেস করেছি। তারা আমাকে বলে যে এই ধর্ম তোমার পশ্চাতে আসছে। তারা আমাকে সেই সমস্ত লক্ষণাবলীর কথাই বলেছে যা আমি তোমাদেরকে বলেছি। তারা বলেছে তারপর কোন নবী আসবে না।

হযরত আমের বলেন, মহানবী (সা.) যখন আবির্ভূত হন আমি তাঁকে জায়েদ সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি (সা.) বলেন যে, আমি তাঁকে জান্নাতে দেখেছি, তার আচঁল মাটি স্পর্শ করছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৬)

নবী আসবে না বলে যে বর্ণনাটি এসেছে এর অর্থ এটি নয় যে, রসূলুল্লাহ উম্মতি নবী আসার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেটি ভুল বরং এর অর্থ হল যে আসবে তাঁর আখেরী শরীয়তের অধীনে আসবে, নতুন কোন শরীয়ত আসবে না আর যে আসবে সে তাঁর দাসত্বেই আসবে। এটি হাদীস এবং কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি।

মহানবী (সা.) হযরত আমেরের হযরত ইয়াজেদ বিন মুনযেরের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। (আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৬) হযরত আমের বিন রাবিয়া হযরত উসমানের শাহাদতের কয়েক দিন পরে ইন্তেকাল করেন। (আসাদুল গাবা,, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৯)

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন হযরত হারাম বিন মিলহান। হযরত হারাম বিন মিলহানের সম্পর্ক আনসারের বনু আদি বিন নাজ্জারের সাথে , তাঁর পিতা মিলহানের নাম ছিল মালেক বিন খালেদ। হযরত হারাম বিন মিলহানের মায়ের নাম ছিল মুলায়েকা বিনতে মালেক। তার এক বোন হযরত উম্মে সোলায়েম হযরত আবু তালহা আনসারীর স্ত্রী এবং হযরত আনাস বিন মালেকের মা ছিলেন। তার দ্বিতীয় বোন হযরত উম্মে হারাম হযরত উবাদা বিন সামেতের স্ত্রী ছিলেন। হযরত হারাম বিন মিলহান হযরত আনাসের মামা ছিলেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন আর বীরে মওনার দিন শাহাদত বরণ করেন। হযরত আনাস বিন মালেকের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিছু লোক মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলে যে, আমাদের সাথে এমন মানুষ প্রেরণ করুন যারা আমাদেরকে কুরআন এবং সুন্নতের শিক্ষা দিবে। তিনি (সা.) আনসারের সত্তর সাহাবী সেখানে পাঠান, যারা কুরআনের ক্বারী ছিলেন। তাদের মাঝে আমার মামা হারামও ছিলেন। এরা কুরআন পড়তেন, রাতে পরস্পকে পাঠ দিতেন এবং শিখতেন। দিনে পানি এনে মসজিদে রাখতেন, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন এবং সুফফাবাসী ও ফকিরদের জন্য খাদ্য ক্রয় করতেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯০) (আল আসাবা, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৮-৪০৯)

হযরত হারাম বিন মেলহানের বীরে মওনা সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ দিয়েছি কয়েকমাস পূর্বের এক খুতবায়। বীরে মওনার ঘটনা আরো দু'টি জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এই সম্পর্কে বুখারীর কিছু রেওয়ায়েত বা হাদীস উপস্থাপন করছি যা পূর্বে বর্ণিত হয় নি।

হযরত আনাস বিন মালেকের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হারাম বিন মিলহানকে যখন বীরে মওনার ঘটনার দিন বর্শা বিদ্ধ করা হয় তিনি তখন নিজের রক্ত হাতে নিয়ে মুখ এবং মাথায় ছেটান এবং বলেন যে, **'ফুযতু বে রাব্বিল কা'বা'** । কাবা শরীফের প্রভুর কসম! আমি আমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পেয়ে গেছি। (সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

হযরত আনাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে মহানবী (সা.) এর কাছে রিল, যাকওয়ান, উসাইয়া এবং বনু লাহইয়ান গোত্রের কিছু মানুষ আসে আর বলে যে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, তারা তাঁর কাছে স্বজাতির মোকাবেলার জন্য সাহায্য চায়। মহানবী (সা.) ৭০ আনসার সাহাবীর মাধ্যমে তাদের সাহায্য করেন। হযরত আনাস বলতেন যে, আমরা তাদেরকে কারী বলতাম, দিনের বেলা তারা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতেন আর রাতের বেলায় নামায পড়তেন। এরা তাদের নিয়ে যায়। যখন বীরে মওনা পৌঁছেন তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাদের হত্যা করে। রসূলে করীম (সা.) ক্রমাগত একমাস- কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে ৪০দিন নামাযে দাঁড়িয়ে রিল, জাকওয়ান এবং বনু লাহইয়ানকে অভিশাপ দিতেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদু ওয়াস সিরু)

হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কারীদেরকে যখন শহীদ করা হয় রসূলে করীম (সা.) পুরো একমাস দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে দোয়া করেন। বুখারীর দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) কে এর চেয়ে বেশি শোক প্রকাশ করতে দেখিনি। (সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয) আরেকটি হাদীস রয়েছে, হযরত আনাসের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) রুকুর পর দাঁড়িয়ে পুরো এক মাস বনু সোলাইমের কতক গোত্রকে অভিশাপ দেন। তিনি বলেন, তিনি (সা.) ৭০ বা ৪০ জন্য ক্বারীকে কয়েকজন মুশরিকদের কাছে পাঠালে মাঝে এই গোত্রের লোকেরা বাধা প্রদান করে এবং তাদেরকে হত্যা করে। অথচ তাদের এবং মহানবী (সা.) এর মাঝে সন্ধি ছিল। এখানেও একথা বর্ণিত হয়েছে যে, আমি কখনও কারো জন্য শোক প্রকাশ করতে দেখি নি যতটা এই কারীদের জন্য তিনি শোক প্রকাশ করেছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিযিয়া, বাব-দুয়াউল ইমাম)

এরপর আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে সীরাত ইবনে হিশামে। সেই সময় জাব্বার বিন সালমা আমের বিন তোফায়েলের সাথে উপস্থিত ছিলেন, পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের মূল কারণ যা ছিল তা হল আমি এক ব্যক্তির স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে বর্ষা নিক্ষেপ করি। আমি দেখেছি বর্ষার ধারালো দিক তার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে যায় আর তখন আমি সেই ব্যক্তিকে এটি বলতে শুনি যে **"ফুযতু ওয়া রাব্বিল কাবা"** কাবা শরীফের প্রভুর কসম, আমি আমার জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পেয়ে গেছি। তখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম যে, এটি কীভাবে সফল হল, আমি কি একে হত্যা করি নি? জব্বার বলেন, আমি পরবর্তীতে তার এই উক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে মানুষ আমাকে বলে এর অর্থ হল-শাহাদতের সম্মান লাভ করা। জাব্বার বলেন, আমি বললাম, নিশ্চয় খোদার দৃষ্টিতে এ ব্যক্তি কৃতকার্য হয়েছে।

(আসসীরাতুন নাবুয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৬০৩)

এই দুই তিনজন সাহাবী সম্পর্কে অনুরূপ শব্দ পাওয়া যায়। এরা এমন মানুষ ছিলেন যারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকে তাঁরা মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য জ্ঞান করতেন। জাগাতিক সাফল্য তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। খোদা তা'লাও তাদের এই নিয়্যত এবং সদিচ্ছার কারণে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন যে, খোদা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট।

বীরে মওনার শাহাদতের ঘটনার সময় সাহাবীরা খোদার কাছে দোয়া করেছেন اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا اَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا হে আল্লাহ! মহানবী (সা.) কে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত কর যে, আমরা তোমার সাথে মিলিত হয়েছি আর আমরা তোমার প্রতি আর তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। হযরত আনাস বর্ণনা করেন, হযরত জিবরাইল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং তিনি মহানবী (সা.) কে এই সংবাদ দেন যে, তাঁর সেই সব সাহাবীরা খোদার সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছেন, আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট। (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৭)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, বীরে মওনা এবং রাজীর ঘটনার মাধ্যমে আরব গোত্রের চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতার ধারণা পাওয়া যায়, যা তারা ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের সম্পর্কে নিজেদের হৃদয়ে লালন করত। এমন কি ইসলামের বিরুদ্ধে এরা ঘৃণ্যতম মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্র য় নিতেও কুণ্ঠিত হত না। মুসলমানো নিজেদের পরম বিচক্ষণতা এবং সতর্কতা সত্ত্বেও অনেক সময় মু'মিন সুলভ সুধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের ফাঁদে পা দিত। কুরআনের হাফেজ, নামায গুজার, তাহাজ্জুদ গুজার, মসজিদের কোণে বসে খোদাকে স্মরণকারী, তার উপর তারা ছিলেন দরিদ্র মানুষ, যাদেরকে এই পাষণ্ডরা ধর্ম শেখার উদ্দেশ্যে স্বদেশে ধর্ম শেখার ছুতোয় নিজেদের দেশে আহ্বান করে নিয়ে যায় আর অতিথি হিসেবে তাদের এলাকায় পৌঁছালে তারা অত্যন্ত নৃশংসতা সহকারে তাদেরকে হত্যা করে। এইসব ঘটনার ফলে মহানবী (সা.) যতই মর্ম যাতনা পেতেন তা কম ছিল কিন্তু তখন তিনি রাজী এবং বীরে মওনার খুনিদের বিরুদ্ধে কোন সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি, (অবশ্যই তিনি ব্যাথিত

হয়েছেন, কিন্তু কোন সামরিক প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি) অবশ্য সংবাদ আসার পর থেকে ক্রমাগত ত্রিশ দিন ফজরের নামাযের পূর্বে রিল, যাকওয়ান এবং উসাইয়া এবং বনী লাহইয়ানের নাম নিয়ে খোদার দরবারে এই দোয়া করেন যে হে আমার প্রভু !তুমি আমাদের প্রতি করুনা কর, ইসলামের শত্রুদেরকে বিরত রাখ, যারা তোমার ধর্মকে মুছে ফেলার করার জন্য এমন নির্মমতা এবং নৃশংসতার সাথে নিরীহ ও নিরপরাধী লোকদের রক্ত ঝরিয়েছে।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা: মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৫২০)

আজও শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়ার মাধ্যমে যাচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লাই এদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন এবং আমাদের জন্য সহজ সাধ্যতা সৃষ্টি করুন।

হযরত সা'দ বিন খাওলা একজন সাহাবী ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি ইবনে আবি রুহম বিন আবি উজজা আমরির মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রথম যুগের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হন। দ্বিতীয়বার ইথিয়পিয়ার দিকে যারা হিজরত করেছে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সাদ বিন খাওলা যখন মক্কা থেকে মদীনার দিকে হিজরত করেন তখন কুলসুম বিন হিদমের ঘরে তিনি অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাক, মুসা এবং উকবা তাকে বদরে যোগদানকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত সাদ বিন খাওলা যখন বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। ওহুদ, খন্দক এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। হযরত সা'দ (রা.) হযরত উবাইয়া আসলামিয়ার স্বামী ছিলেন। হজ্জাতুল বিদার সময় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর কিছুকাল পর তাঁর সন্তানের জন্ম হয়। মহানবী (সা.) তাঁর বিধবাকে বলেন যে, প্রসবের পর যার সাথে ইচ্ছে তুমি বিয়ে করতে পার। হাজ্জাতুল বিদার সময় তাঁর ইন্তেকাল সম্পর্কে তিব্রী ছাড়া অন্য কেউ মতভেদ করে নি। তাঁর মতে তাঁর মৃত্যু আরো পূর্বে হয়েছে। (আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৯-২১০)

আরেকজন সাহাবীর নাম হল হযরত আবুল হায়শাম। হযরত আবুল হায়সাম বিন আত তাইহান আনসারীর আসল নাম ছিল মালেক কিন্তু তাঁর উপনাম নাম আবুল হায়সাম নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তার মা লায়লা বিনতে আতিক বিল্লি গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। বেশিরভাগ গবেষকের মতে তিনি আওস গোত্রের শাখা বিল্লির সাথে সম্পর্কযুক্ত, যারা বনী আব্দুল আশহালের মিত্রগোত্র ছিল।

(আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৫) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:৩৪১) (সীরাতুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫)

মুহাম্মদ বিন উমর বলেন যে, হায়সাম (রা.) অজ্ঞতার যুগেও প্রতীমা পূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন এবং এগুলোর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতেন। হযরত আসাদ বিন যুরারা এবং হযরত আবু হায়সাম একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের উভয়ই প্রাথমিক যুগের আনসারী যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারো কারো মতে উকবার প্রথম বয়আতের পূর্বে যখন হযরত আসাদ বিন যুরারা ছয় ব্যক্তির সাথে মক্কা থেকে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসেন, তখন আবুল হায়সামকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি পূর্বেই প্রকৃতিসম্মত ধর্মের সন্ধানে ছিলেন। অবিলম্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম উকবার বয়আতের সময় বারো ব্যক্তির যে প্রতিনিধি দল মক্কায় যায় তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মক্কায় পৌঁছে মহানবী (সা.) এর হাতে তিনি বয়আত করেন।

(সীরাতুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫, আবুল হাইশাম বিন আততাহইয়ান)

সীরাত খাতামান নবীঈনে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) নিভৃতে এক উপত্যকায় তাদের সাথে সাক্ষাত করেন। তারা মদীনার অবস্থা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা.) কে অবহিত করেন এবার সবাই রীতিমত তাঁর হাতে বয়আত করে। এ বয়আত মদীনায় ইসলামের প্রথম ভিত্তিপ্রস্ত র ছিল। তখনও তরবারির জিহাদের নির্দেশ নাযিল হয় নি তাই মহানবী (সা.) তাদের কাছ থেকে শুধু এভাবে বা এই শব্দাবলীর মাধ্যমে বয়আত নেন যেসব শব্দাবলীর মাধ্যমে মহিলাদের কাছ থেকে জেহাদের নির্দেশ আসার পর বয়আত নিতেন। অর্থাৎ আমরা খোদাকে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান করব, চুরি করব না, ব্যভিচার করব না, হত্যা থেকে বিরত থাকব, কোন অপবাদ আরোপ করব না কারো প্রতি, সকল পুণ্য কর্মে আপনার আনুগত্য করব। বয়আতের পর রসূলে করীম (সা.) বলেন, যদি তোমরা সততা এবং অবিচলতার সাথে এই অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে জান্নাত লাভ করবে। যদি দুর্বলতা প্রদর্শন কর তাহলে তোমাদের বোঝাপড়া হবে আল্লাহ্‌র সাথে, যেভাবে চান তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন। ইতিহাসে এই বয়আত বয়আতে উকবা উলা হিসেবে পরিচিত। যে স্থানে বয়আত নেওয়া হয়েছিল সেটি উকবা নামে পরিচিত যা মক্কা এবং মদীনার মাঝে অবস্থি ত। উকবা শব্দের অর্থ হল সুউচ্চ গিরি পথ।

(সীরাত খাতামান নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.পৃষ্ঠা: ২২৪)

হযরত আবুল হায়সাম সেই ছয় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা স্বজাতির মধ্য থেকে সর্বপ্রথম মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এরপর মদীনায় ফিরে এসে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর সম্পর্কে আরো একটি হাদীস রয়েছে যে, তিনি সর্বপ্রথম আনসারী যিনি মক্কায় গিয়ে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে মিলিত হন। তিনি বয়আতে উকবা উলা-র, (উকবার প্রথম বয়আতে) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সকল গবেষকরা এই বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছেন যে, উকবার দ্বিতীয় বয়আতে রসূলুল্লাহ সত্তর ব্যক্তির মধ্য থেকে যে বারজন 'নোকাবা' নিযুক্ত করেন তিনি তাদের একজন ছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩৪১-৩৪২)

'নোকাবা' শব্দ নাকীব শব্দের বহু বচন। এর অর্থ হল জ্ঞানী, যোগ্য এবং সামর্থ্যবান নেতা বা সরদার, যাদের নিযুক্ত করা হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে উকবার বয়আতের সময় হযরত আবুল হায়সাম নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমাদের এবং কতক আরব গোত্রের মাঝে পারস্পরিক সাহায্যের কিছু চুক্তি রয়েছে। আমরা যখন ইসলাম গ্রহণ করব, বয়আত করে যখন সম্পূর্ণ আপনার হয়ে যাব, তখন এইসব চুক্তির বিষয়ে আপনি যা নির্দেশ দিবেন তাই শিরোধার্য হবে। (আবুল হায়সাম তখন মহানবীর দরবারে নিবেদন করেন যে) এখন আমি আপনার কাছে একটি আবেদন রাখতে চাই। হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সাথে এখন আমাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আল্লাহ্ যখন আপনাকে সাহায্য করবেন, স্বজাতির বিরুদ্ধে যখন আপনি বিজয় লাভ করবেন, তখন আপনি আমাদেরকে ছেড়ে স্বজাতির মাঝে ফিরে যাবেন না। আর আমাদেরকে বিরহ বেদনার মাঝে ছেড়ে যাবেন না। মহানবী (সা.) এ কথা শুনে মৃদু হেসে বলেন তোমাদের রক্ত এখন আমার রক্তে পরিণত হয়েছে। এখন আমি তোমাদের আর তোমরা আমার। যে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যে তোমাদের সাথে সন্ধি করবে সে আমার সাথে সন্ধি করবে। (মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪২৭, হাদীস-১৫৮৯১)

মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরতের পর হযরত উসমান বিন মাজুম এবং হযরত আবুল হায়সাম আনসারীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন।

(আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৫)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) এক আনাসারীর কাছে যান, তার সাথে তাঁর একজন সাথিও ছিলেন। রসূলে করীম (সা.) তাকে বলেন, যদি তোমার কাছে পানি থাকে বা রাত্রের 'মশকে' রাখা পানি থাকলে পান করাও, নতুবা আমরা এখান থেকেই থেকেই পানি পান করব। সেখানে পানির প্রবাহ ছিল। সেই ব্যক্তি বাগানে পানি সিঞ্চন করছিলেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার কাছে রাতের রাখা পানি রয়েছে। আপনি কুঁড়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হন। সেই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবুল হায়সাম তাঁকে (সা.) এবং তাঁর সাথি উভয়কে নিয়ে যান এবং এক পেয়ালায় পানি ঢালেন এরপর ছাগলের দুধ দোহন করে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) পানীয় পান করেন আর সেই ব্যক্তিও পান করেন যিনি সাথে ছিলেন। এটি বুখারীরই রেওয়ায়েত। .

(সহী বুখারী, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস-৫৬১৩)

আরেকটি হাদীস রয়েছে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, হযরত আবুল হায়সাম বিন আত তাহিয়ান মহানবী (সা.) এর জন্য খাবার প্রস্তুত করেন। রসূলে করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবীকে আমন্ত্রণ জানান, সবার খাওয়া শেষ হওয়ার পর মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন ভাইকে কোন প্রতিদান দাও। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ্‌র রসূল! কী প্রতিদান দিব? মহানবী (সা.) বলেন যে, প্রতিাদান হল কোন ব্যক্তি যখন কারো ঘরে গিয়ে খাবার খায় আর পানি পান করে তার জন্য দোয়া করা। এটি তার জন্য সেই খাবারের প্রতিদান।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আতইমা, হাদীস-৩৮৫৩)

এটি উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা সব মুসলমানের মাঝে থাকা আবশ্যক।

এরপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন মহানবী (সা.) এমন একটি সময়ে ঘর থেকে বের হলেন যখন সচরাচর কেউ বের হয় না আর নাকেউ তখন কারো সাথে সাক্ষাত করে। এরপর তিনি (সা.) এর কাছে হযরত আবু

বকর আসেন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন হে আবু বকর! তোমাকে কোন জিনিস নিয়ে এসেছে? (অর্থাৎ ঘর থেকে বের করে এনেছে) তিনি নিবেদন করেলেন, আমি মহানবী (সা.) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য এবং তাঁর পবিত্র চেহারা দেখার জন্য এবং তাকে সালাম করার জন্য বেরিয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যে হযরত উমরও আসেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন হে উমর! তোমাকে কিসে এখানে নিয়ে এসেছে? হযরত উমর বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ক্ষুধা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমাকেও কিছুটা ক্ষুধা পেয়েছে। এরপর তারা সকলেই আবুল হায়সাম আনসারীর ঘরের দিকে যাত্রা করেন। তার কাছে অনেক ছাগল এবং খেজুর বৃক্ষ ছিল। রসূলে করীম (সা.) তাকে ঘরে পাননি, তিনি আবুল হায়সামের স্ত্রীকে বলেন যে, তোমার স্বামী কোথায়? তিনি বলেন যে, তিনি আমাদের জন্য সুমিষ্ট পানি আনতে গিয়েছেন। স্বল্পক্ষণ পর আবুল হায়সাম 'মশক' (চামড়ার থলে) ভর্তি করে এসে যান, তা এক পাশে রেখে মহানবী (সা.) কে জড়িয়ে ধরেন আর নিজের প্রাণ ও সম্পদ মহানবীর জন্য নিবেদন করতে থাকেন। তিনি বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। হযরত আবুল হায়সাম তিনজনকে নিয়ে বাগানের দিকে যান। একটি চাদর বিছিয়ে দেন। খুব দ্রুত বাগানে প্রবেশ করেন। খেজুরের পুরো গুচ্ছ কেটে নিয়ে আসেন যাতে কাঁচা পাকা খেজুর ছিল। মহানবী (সা.) তখন বলেন যে আবুল হায়সাম! তুমি বেছে বেছে পাকা খেজুর না এনে কেন পুরো গুচ্ছ নিয়ে এসেছ? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি চাইছিলাম যে, আপনি পছন্দ অনুসারে পাকা বা কাঁচা খেজুর বেছে নিয়ে খাবেন। তিনি (সা.), হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর তিনজনই খেজুর খান, পানি পান করেন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, খোদার কসম! এইগুলো হলো সেই নেয়ামত যা সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে আর সুশীতল ছায়া আর শীতল পানীয় এবং টাটকা খেজুর। এরপর আবুল হায়সাম রসুলে করীম (সা.) এর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে গেলে তিনি (সা.) বলেন যে, দুধের ছাগল জবাই করবে না। একথা শুনে তিনি এক ছাগল ছানা জবাই করেন এবং রান্না করে মহানবী (সা.) এর কাছে নিয়ে আসেন, তাদের সকলেই খান। মহানবী (সা.) বলেন, তোমার কোন সেবক বা খাদেম আছে কি, হযরত আবুল হায়সাম বলেন যে, না। মহানবী (সা.) বলেন আমাদের কাছে যখন কোন যুদ্ধবন্ধী আসবে তখন আমাদের কাছে এসো। মহানবী (সা.) এর কাছে দুই বন্দি যখন আসে হযরত আবুল হায়সাম রসূলুল্লাহর কাছে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) বলেন, এ দু'জনের যাকে পছন্দ হয় নিতে পার। হযরত আবুল হায়সাম বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি নিজেই আমার জন্য পছন্দ করুন, মহানবী (সা.) বলেন, যার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হয় সে আমীন বা বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। (এই কথা সবার নোট করা উচিত। যার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়ওা হয় সে আমানতদার হয়ে থাকে। তাই সব সময় সুপরামর্শ দেওয়া উচিত।) তিনি (সা.) বলেন, এটি এই খাদেম বা সেবককে নিয়ে যাও, কেননা আমি তাকে ইবাদত করতে দেখেছি। যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য রসূলুল্লাহ তার উল্লেখ করেছেন তাহল সে ইবাদত করে, আল্লাহকে স্মরণ করে, তার হৃদয়ে নেকী বা পুণ্য রয়েছে। একই সাথে তিনি (সা.) বলেন এর সাথে ভাল ব্যবহার কর। হযরত আবুল হায়সাম স্ত্রীর কাছে ফিরে যান এবং মহানবী (সা.) এর তাকিদপূর্ণ নির্দেশ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে, মহানবী (সা.) তোমাকে যে নসীহত করেছেন, এর সুবাদে যে দায়িত্ব ন্যাস্ত হয় সে দায়িত্ব তুমি পালন করতে পারবে না। অর্থাৎ সৎ ব্যবহার করা। এক মহিলা এ কথা বলছেন, যার কোন সেবক নেই কাজ করার। যাকে পাওয়া গেছে তার সম্পর্কে তিনি কি কথা বলছেন তা লক্ষ্য করুন। এটিই মু'মিন সুলভ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা। স্ত্রী তাকে বলেন, (রসূলুল্লাহর এই নির্দেশের প্রতি) সুবিচার তখন হবে যখন এই যেই ক্রীতদাস পেয়েছ তাকে মুক্ত করে দিবে। একথা শুনে আবুল হায়সাম তাকে মুক্তি প্রদান করেন।

(সুনান তিরমীযি, কিতাবুয যোহদ, হাদীস-২৩৬৯)

এই ছিল পদমর্যাদা সেই সব সাহাবীদের।

হযরত আবুল হায়সাম বদর, ওহুদ, খন্দক, খায়বারসহ সকল যুদ্ধে মহানবীর সাথে ছিলেন। মুতার যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার শাহাদতের পর মহানবী (সা.) হযরত আবুল হায়সামকে খায়বারে খেজুরের ফসলের ধারণা নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর যখন হযরত আবু বকর তাকে খেজুরের ধারণা আনার জন্য পাঠাতে চান তিনি যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন। হযরত আবুবকর বলেন, আপনি মহানবী (সা.) এর জন্য খেজুরের পরিমাণ ধারণা নেওয়ার জন্য যেতেন। তখন বলেন যে, আমি তখন উঠতাম আর ফিরে আসার পর ধারণা নেওয়ার পর মহানবী (সা.) আমার জন্য দোয়া করতেন। সেই কথা তার মনে পড়ে যায় যে, রসূলুল্লাহর দোয়া পেতাম, এক আবেগঘন পরিস্থিতির অবতারণা হয়। এটি শুনে হযরত আবু বকর তাকে আর পাঠান নি।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪২)

এই আবেগঘন অবস্থা তিনি তুলে ধরেন, নতুবা এরা এমন জাতি ছিলেন যারা সব সময় আনুগত্য করতেন, অবাধ্য হতেন না। হযরত আবু বকর যদি এরপরও নির্দে শ দিতেন তাহলে অমান্য করা সম্ভব ছিল না। হযরত আবু বকরের তাকে দ্বিতীয়বার না বলা এ কথা প্রকাশ করে যে, তার আবেগবিজড়িত অবস্থা তিনি বুঝতে পারেন, এই কারণে তাকে আর নির্দেশ দেন নি। হযরত উমর খায়বারের ইহুদীদের যখন দেশান্তরিত করেন তাদের প্রতি এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন যারা তাদের জমির মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। হযরত উমর তাদের কাছে হযরত হায়সাম, হযরত উতবা বিন আমার এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেতকে (রা.) পাঠান। তারা খায়বারের খেজুর এবং জমির মূল্য নির্ধারণ করেন। হযরত উমর খায়বারবাসীকে এর অর্ধেক মূল্য দিয়ে দেন যা পঞ্চাশ দেরহামের অধিক ছিল।

(কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াকদি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৫)

দেখুন এবার তিনি সেখানে গিয়েছেন যখন সেই আবেকঘন পরিস্থিতি ছিল না। এমন কোন বাধা ছিল না তাঁর যাওয়ার পথে।

আসসালামুআলাইকুম বলা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত তাঁর পক্ষ থেকে রয়েছে, হযরত আবুল হায়সামের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে আসসালামুআলাইকুম বলে সে দশটি পুণ্য লাভ করে। আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহামাতুল্লাহ যে বলে সে কুড়িটি পুণ্য বা সওয়াবের ভাগী হয়। আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু যে বলে সে ত্রিশটি নেকী বা পুণ্য পায়।

(আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৬)

হযরত আবুল হায়সামের মৃত্যুর যুগ বা মৃত্যুকাল সম্পর্কে মত পার্থক্য দেখা যায়। কারো কারো মতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে হযরত উমরের যুগে। কারো কারো মতে তাঁর মৃত্যু কুড়ি বা একুশ হিজরীতে হয়। আর এটিও বলা হয় যে, তিনি সাফিনের যুদ্ধে সাতাইশ হিজরীতে আলীর পক্ষ থেকে যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪২) (আসাদুল গাবা, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৩, আবুল হায়শাম মালিক বিন তুহইয়ান)

এ ছিল সেসব সাহাবী যারা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন। আর অনেক বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

জুমআ এবং নামাযের পর আমি দু'ব্যক্তির গায়েবানা নামাযে জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হল শ্রদ্ধেয় সাহেবযাদা মির্যা মজিদ আহমদ সাহেবের, যিনি হযরত সাহেবযাদা মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের পু ত্র ছিলেন। ২০১৮ সনের ১৪ই আগষ্ট ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার হার্টের অপারেশন হয় আমেরিকায় এরপর পক্ষাঘাত আক্রান্ত হন। এরপর প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন। ১৯২৪ সনের ১৮ জুলাইতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এবং শ্রদ্ধেয়া সরওয়ার সুলতানা সাহেবা পিতা গোলাম হোসেন পেশওয়ারীর ঘরে কাদিয়ানে তার জন্ম হয়। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয় কাদিয়ানে। কাদিয়ানের তালিমুল ইসলাম হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর ১৯৪৯ সনে লাহোরের সরকারী কলেজ থেকে ভাল নম্বর নিয়ে ইতিহাসে এম.এ পাশ করেন। তার পাশ হওয়ার পর মানুষ হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) কে যখন শুভেচ্ছা জানায়, কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তাদেরকে এটিও লিখেছেন, সত্যিকার অর্থে মু'মিনের জামা'ত তাদের সুখ দু:খের সময় পারস্পরিক অবলম্বনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে সুখ, প্রশান্তি ও দৃঢ়তা অর্জন করে আর এটি জামা'ত ভুক্ত হওয়ার মূল কথা। তিনি বলেন যে, আমি বন্ধুদের কাছে নিবেদন করব এই আনন্দে অংশীদার হওয়ার পাশাপাশি দোয়াও করুন যে,যেখানে আল্লাহ্ তা'লা স্নেহের মজিদ আহমদকে জ্ঞানের বাহ্যিকতার মান অর্জনের তৌফিক দিয়েছেন, একইভাবে তাকে যেন প্রকৃত জ্ঞানও দান করেন। আর এরপর এই জ্ঞানের ওপর কার্যত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দিন কেননা, এটি আমাদের জীবনের মূল পরম উদ্দেশ্য।

খুতবার শেষাংশ ৯ পাতায়.....

(মাযামীন বশীর, ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা:৬০৫)

মির্যা মজিদ আহমদ সাহেব ১৯৪৪ সনে ৭ই মে জীবন উৎসর্গ করেন, ধর্মের খেদমতের জন্য, একই সাথে পড়ালেখাও অব্যাহত থাকে। ১৯৪৯ ডিসেম্বর মাসে জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীনে ভর্তি হন আর ১৯৫৪ সনের জুলাইয়ে পাশ করেন। তাঁর বিয়ে হয় ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৫০ সনে জলসা সালানার তৃতীয় দিন সাহাবজাদী কুদসিয়া বেগম সাহেবার সাথে, যিনি হযরত আব্দুল্লাহ এবং আমাতুল হাফেজ বেগম সাহেবার কন্যা। খলীফা সানী (রা.) বিয়ে পড়ান। তাঁর জেষ্ঠ্যা কন্যা হলেন নুসরত জাঁহা সাহেবা যিনি মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের পৌত্র মির্যা নাসীর আহমদ সাহেবের স্ত্রী। তাঁর পুত্র হল মির্যা মাহমুদ আহমদ। এরপর রয়েছেন দুররে সামিন তার এক কন্যা, যিনি মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের পুত্র বধু। তাঁর আরেক পুত্র ছিলেন মির্যা গোলাম কাদের সাহেব শহীদ। তাঁর স্ত্রী হলেন আমাতুল নাসের সাহেবা তিনি মীর সৈয়দ দাউদ আহমদ সাহেবের কন্যা। পঞ্চম সন্তান ফায়েজা সাহেবা। তিনি সৈয়দ মুদাসসের আহমদ সাহেবের স্ত্রী, তিনিও ওয়াকফে জিন্দেগী।

১৯৫৪ সনের জুলাই মাসে শ্রদ্ধেয় সাহেবজাদা মির্যা মজিদ আহমদ সাহেব শাহেদ পাশ করেন। তিনি প্রথম নিযুক্ত হন ১৯৫৪ সনের ২০ শে সেপ্টেম্বরে রাবোয়ার তালিমুল ইসলাম কলেজে। ৪ নভেম্বর ১৯৫৬ সনে ঘানার কুমাসিতে স্কুলের প্রিন্সিপাল হিসেবে প্রেরিত হন। ১৯৬৩ সনের ২৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান ফিরে আসেন। ১৯৬৪ সনের এপ্রিলে পুনরায় তালিমুল ইসলাম কলেজে নিযুক্ত হন। এরপর তালিমুল ইসলাম কলেজকে যখন জাতীয়করণ করা হয় ভুট্টো সাহেবের যুগে, তখন ১৯৭৫ সনের এপ্রিলে তিনি সেখান থেকে ইস্তেফা দিয়ে আঞ্জুমানে রিপোর্ট করেন যে আমি ওয়াকফে জিন্দেগী। ১৯৭৫ সনের ১৩ই জুলাই নায়েব নাযেম তালিম হিসেবে তিনি নিযুক্ত হোন। ১৯৭৬ সনে খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন আমেরিকা ইউরোপের সফরে যান মির্যা মজিদ আহমদ সাহেব প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের সাথে ছিলেন। ১৯৭৮ সনে তাঁকে নায়েব নাযের আলা নিযুক্ত করা হয়। ১৯৮৪ সনে তিনি এখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জামাতা সৈয়দ মুদাস্‌সের সাহেব বলেন যে, সীরাতুল মাহদীর কিছু অংশ ইংরেজীতেও তিনি অনুবাদ করেছেন। আল ফযলে রীতিমত প্রবন্ধ লিখতেন। বড় জ্ঞান পিপাসু ও বিজ্ঞ মানুষ ছিলেন। এই সমস্ত বিষয়াদী পুস্তকাকারে 'নুকতায়ে নযর' নামে ছাপা হয়েছে। পঠন পাঠনে গভীর আগ্রহ রাখতেন। আমিও দেখেছি প্রায় সময় লাইব্রেরীতে অধ্যয়নেই কাটাতেন। তাঁর পুত্র বধু মির্যা গোলাম কাদের শহীদের স্ত্রী আমাতুন নাসের সাহেবা লিখছেন, খুবই স্নেহশীল ও উদার মনের ব্যক্তি ছিলেন। ছোটদেরকে খুবই ভালবাসতেন, নিষ্ঠাবান এবং বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। অনেক বড় গুণ এবং বৈশিষ্ট্য এটি। সব বয়সের মানুষের সাথে মিলে মিশে যেতেন। বন্ধুসুলভ ব্যবহার করতেন, শিশু থেকে যুবক সকলের সাথে সমানভাবে। তিনি আরো লিখছেন যে, তাঁর পুত্র মির্যা গোলাম কাদের শহীদের শাহাদতের পর পরম ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। শাহাদতের পর তিনি বলছেন যে, মির্যা মজিদ আহমদ সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী তাদের শহীদ বাচ্চাদের যত্ন নিতেন। দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন, পরম ধৈর্য এবং মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতিতে বা স্বভাবে কোন রাগ ছিল না, যার সাথেই সম্পর্ক রেখেছেন বড় নিষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রেখেছেন। সেবক-সেবিকাদের প্রতিও খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর জামাতা মির্যা নাসির আহমদ সাহেব লিখছেন যে, মির্যা মজিদ আহমদ সাহেব সঠিক মতামত রাখতেন বিভিন্ন বিষয়ে, বড় স্পষ্ট মতামত দিতেন। এমন নয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের অনুকূলে বইয়ে যাবেন, বরং যা সঠিক হত সেই মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি মাগফিরাত করুন, দয়া করুন, তাঁর সন্তান-সন্ত তিকে তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দিন। সব সময় খেলাফত এবং জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া সৈয়দা নাসিমা আখতার সাহেবার। যিনি শেখুপুরার মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ২০১৮ সনের ২৭ জুলাই তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের পৌত্রি এবং কাজী দ্বিন মোহাম্মদ সাহেবের কন্যা ছিলেন তিনি। দেশ বিভাগের পর তাঁর পিতা পরিবার নিয়ে কাদিয়ান থেকে রাবওয়া স্থানান্তরিত হন। বিয়ের পর আম্বা নুরিয়া গ্রামে জীবন কাটান। সেযুগে বিভিন্ন জামা'তি পদে সেবা প্রদানের তৌফিক পেয়েছেন। ১৮ বছর স্থানীয় মজলিসের লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। নামায রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাহাজ্জুদ গোজার ছিলেন, গরীবদের লালন পালনকারী, প্রতিবেশিদের সাথে সদাচারিনী, বড় সরল প্রকৃতির নিষ্ঠাবতী এক নারী ছিলেন। রীতিমত অনুবাদের সাথে কুরআন তেলাওয়াত এবং অধ্যয়নের অভ্যাস রাখতেন আর এরপর এর শিক্ষা অনুশীলনেরও চেষ্টা করতেন। শিশুদের কুরআন পড়াতেন। আহমদী গয়ের-আহমদীদের একটা বিরাট একটা শ্রেণি তার কাছে কুরআন পড়েছে। তার এক পুত্র মালিতে জামা'তের মুবাল্লেগ। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ এটি। মালিতে যখন নিযুক্ত হন পশ্চিম আফ্রিকায় তখন এবোলা মহামারির প্রকোপ ছিল। তখন কোন অ-আহমদী তাকে বলে যে, আপনার উচিত এমন পরিস্থি তিতে ছেলেকে সেখানে না পাঠানো। সেখানে মহামারি ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেন যে, আমি আল্লাহর কাছে অনেক দোয়ার পর আমার উভয় পুত্রের (তার দু ই পুত্রই ওয়াকফে জিন্দেগী, জামা'তের মুরব্বী) জীবন উৎসর্গ করেছি। ওয়াকফের পর এরা আল্লাহ্‌র আমি এখন পরওয়া করি না যে, আল্লাহ্ তা'লা কোথায় কেমন সেবা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন। আমি গর্বিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সন্তানদেরকে খেদমতের তৌফিক দিয়েছেন। সন্তানদেরকে নসীহত করতেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যে সেবার তৌফিক দিয়েছেন তা সব সময় আল্লাহ্ এবং ওয়াকফের ওপর বিশ্বস্ত থাকবেন। তিনি ওসীয়্যতও করে রেখেছিলেন। তাঁর পুত্র নাসের আহমদ যিনি মালির মুবাল্লেগ আর আনসার মাহমুদ সাহেব পাকিস্তান জামা'তের মুরব্বী। মালিতে যে পুত্র রয়েছেন তিনি জানাযায় যোগ দিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ধৈর্য্য এবং মনোবল দিন, মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর বংশে তাঁর পুণ্যকে আল্লাহ্ তা'লা জীবিত রাখুন।

*****❖*****❖*****❖*****

৯-এর পাতার শেষাংশ.....

করার পর এ প্রশ্ন ওঠে যে, কিভাবে চাষ করা হবে। সর্বপ্রথমে পানি দিয়ে জমিকে ভেজাতে হবে, তারপর হালচাষ করতে হবে। হাল যত বেশি দেওয়া হবে, উৎপাদনও তত বেশি হবে। সেই সাথে পরিচর্যাও করতে হবে।

কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি ও কৃষিকাজের বিষয়ে এইরূপ নসিহত কোন ধর্মই এত বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে নি। শুধুমাত্র কোরআন করীমেই আমরা তার বর্ণনা পাই, আর বর্তমানে বিজ্ঞানেরও এক্ষেত্রে অনেক অবদান রয়েছে। একজন মো'মিন বান্দা যখন কোরআন করীমের আলোকে এ কাজ শুরু করে ও এর ফসল লাভ করে, তখন সে খোদাতা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটি একটি অনেক বড় বিষয়, যা সংক্ষেপে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআন করীমের আলোকে আমাদের কৃষক ভাইদেরকে কৃষি-কাজ করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

(আল ফযল, ২৮ ডিসেম্বর, ২০১০ অবলম্বনে)

হাদীস

19- تَعَلَّمُوا الْيَقِيْنَ

(বিশ্বাস করতে শেখ)

সমস্ত কর্মই বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এবং বিশ্বাসই হল ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়। নচেত অবিশ্বাসী মানুষ কেবল মিথ্যা আস্ফালনেই নিজের জীবনকাল নষ্ট করে ফেলে এবং কর্ম ও ঈমানের উৎকৃষ্ট পরিণাম থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

১২৪ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৮ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৮, ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৮ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

হিজ হোলিনেস পোপ ষোড়শ

বেনেডিক্ট-এর নিকট হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পত্র

হিজ হোলিনেস

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট,

আমার দোয়া এই যে আল্লাহ্‌তা'লা আপনার উপর তাঁর অনুগ্রহ ও কল্যাণবর্ষণ করুন।

নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হিসেবে আমি হিজহোলিনেস পোপের নিকট পবিত্র কোরআনের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি :

"তুমি বল, 'হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় (একমত)হও, যা আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন (আর তা হল এই),আমরা যেন আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো ইবাদত না করি এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক না করি। আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমরা নিজেরা একে অন্যকে যেন প্রভু-প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি"।....[৩ : ৬৫]

ইসলাম আজকাল বিশ্বের শ্যেনদৃষ্টির নিচেআছে, আর প্রায়শঃই একে ঘৃণ্য অভিযোগের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হচ্ছে। অবশ্য, যারা এ সব অভিযোগ করে থাকেন, তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে কোন অনুসন্ধান না করেই এরূপ করে থাকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কতিপয় মুসলিম সংগঠন, কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামকে সম্পূর্ণ ভুল আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছে। এর ফলে পশ্চিমা ও অমুসলিম দেশসমূহের মানুষের হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি অনাস্থা বৃদ্ধি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন। প্রত্যেক ধর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষকে খোদাতা'লার নিকট নিয়ে যাওয়া এবং মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। কোনদিন কোন ধর্মের প্রবর্তক তাঁর অনুসারীদেরকে অন্যের অধিকার হরণবা নিষ্ঠুর আচরণের শিক্ষা দেন নি। তাই গুটিকতক বিপদগামী মুসলমানের আচরণকে ইসলাম বা এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সাঃ)-এর উপর আক্রমণের বাহানা বানানো উচিত নয়।

ইসলাম আমাদেরকে সকল ধর্মের নবীগণকে সম্মান করার শিক্ষা দেয়, আর এ জন্য পবিত্র বাইবেল বা পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত সকল নবীর উপর বিশ্বাস রাখা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক। আর এর মধ্যে যীশুখ্রিষ্ট (আঃ) পর্যন্ত সকল নবীই অন্তর্ভুক্ত। আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নগণ্য দাস, আর তাই তাঁর উপর আক্রমণ সমূহে গভীরভাবে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হই; কিন্তু, আমরা বিশ্বের সামনে তাঁর অনুপম গুণাবলী ও পবিত্র কোরঅ ানের সুন্দর শিক্ষা আরো ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমেই এর উত্তর দিয়ে থাকি। যদি কেউ কোন শিক্ষা অনুসরণের দাবি করে অথচসঠিকভাবে সেই শিক্ষার অনুসরণনা করে তবে সেই ব্যক্তিই এর জন্য দায়ী, সেই শিক্ষা নয়। ইসলাম শব্দের অর্থই 'শান্তি', 'সৌহার্দ্য' ও 'নিরাপত্তা'। ধর্মের বিষয়ে কোন বল প্রয়োগ নেই' - এটি পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট আদেশ। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পবিত্র কোরআন ভালোবাসা, সহমর্মিতা , শান্তি ও বিবাদ মিটিয়ে ফেলা ও ত্যাগের স্পৃহার শিক্ষা দিয়েছে। পবিত্র কোরআন বারবার বলে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণতা অবলম্বন করে না সে আল্লাহতা'লা থেকে বহু দূরে। অতএব, যদি কেউ ইসলামকে রক্তপাতের শিক্ষায় পূর্ণ এক চরমপন্থী ও সহিংস ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে, তবে এরূপ চিত্রের সাথে প্রকৃত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় কেবলমাত্র প্রকৃত ইসলামের অনুশীলন করে থাকে এবং কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান খোদার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। যদি কোন গীর্জা বা অন্য কোন উপাসনালয়ে নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তারা আমাদেরকে তাাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো দেখতে পাবে। যদি কোন বাণী আমাদের মসজিদ থেকে ধ্বনীত হয়, তবে তা কেবল হবে যে, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। একটি বিষয় যা বিশ্বের শান্তি নষ্ট করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে তা হল, কিছু মানুষ মনে করেন যে, যেহেতু তারা বুদ্ধিমান, উচ্চ-শিক্ষিত ও (তথাকথিত) মুক্ত সমাজের অংশ, সেহেতু ধর্ম প্রবর্তকদের তাচ্ছিল্য ও বিদ্রুপ করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। সমাজে শান্তি বজায় রাখার জন্য আবশ্যক যে, একের হৃদয়ে অন্যের প্রতি সকল প্রকার বৈরিতার অনুভূতি দূর করা আর আমাদের সহনশীলতার মাত্রা ও বৃদ্ধি করা। এ প্রয়োজন রয়েছে যে, আমরা , একে অপরের নবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান রক্ষার্থে দন্ডায়মান হই। বিশ্ববাসী আজ অস্থিরতা ও অস্বস্তির মধ্যে দিনাতিপাত করছে, আর এর ফলে আমাদের উপর দায়িত্ব বর্তায় যে, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে আমরা এ উৎকণ্ঠা ও ভীতিকে দূর করি; আর আমাদের আশেপাশের মানুষের কাছে যেন আমরা ভালোবাসা ও শান্তির বার্তা পেশ করি যেন আমরা পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি সম্প্রীতির সাথে এবং ভালোভাবে জীবন যাপন করতে শিখি যাতে আমরা মানবীয় মূল্যবোধ সমূহকে যথাযথভাবে চিনতে পারি।

আজ পৃথিবীতে ছোট পর্যায়ের যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হচ্ছে আর অন্য দিকে পরাশক্তিগুলো দাবি করছে যে, তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এটা আর গোপন বিষয় নয় যে, উপরে আমাদেরকে এক কথা বলা হয়, কিন্তু পর্দার আড়ালে প্রকৃতপক্ষে তাদেরই উদ্দেশ্য ও নীতির বাস্তবায়নের জন্য কাজ চলতে থাকে। এ অবস্থায় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব কি না সেটাই প্রশ্ন। পরিতাপের বিষয়, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণকরি, আমরা দেখিযে, আর একটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি এমন পথ অবলম্বন করা হত যা সমতার মধ্য দিয়ে ন্যায় বিচারের দিকে আমাদের নিয়ে যেত, তবে আমাদেরকে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে হত না , যেখানে এটি পুনরায় অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। এত বেশি সংখ্যক দেশের হাতে নিউক্লিয়ার অস্ত্র থাকায় পৃথিবীতে পারস্পরিক আক্রোশ ও শত্রুতা বেড়েই চলেছে আর আজ পৃথিবী ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ যদি এ সব গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র বিস্ফোরিত হয়, পরবর্তী অনেকগুলো প্রজন্ম তাদের উপর স্থায়ী প্রতিবন্ধিতা বা পঙ্গুত্ব আরোপের জন্য আমাদেরকে কোন দিন ক্ষমা করবে না। এখনো সময় আছে যে বিশ্ববাসী তাদের স্রষ্টা ও তাঁর অপরাপর সৃষ্টির অধিকারের প্রতি মনোযোগী হতে শুরু করে। আমার বিশ্বাস যে, এখন বিশ্বের অগ্রগতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে, এটা প্রয়োজন বরং অত্যাবশ্যকীয় যে, আমরা জরুরী ভিত্তিতে বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টায় গতি সঞ্চার করি। মানবজাতির জন্য তার স্রষ্টাকে চেনা আবশ্যক কেননা মানবতাকে টিকিয়ে রাখার এটিই একমাত্র নিশ্চয়তা দানকারী, নতুবা এ পৃথিবী দ্রুত আত্মাহুতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজ যদি কেউ প্রকৃতই শান্তি স্থাপনে সফলকাম হতে চায়, তবে তার জন্য অন্যের দোষ খোঁজার চেয়ে নিজের ভেতরের শয়তানকে নিয়ন্ত্রণকরা অধিকতর প্রয়োজন। নিজ পাপ বা সীমালঙ্ঘন সমূহ দূর করে সেই ব্যক্তির উচিত ন্যায়ের এক অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ করা। আমি বারবার বিশ্ববাসীকে স্মরণকরিয়ে থাকি যে, অন্যের প্রতি এ অতিরিক্ত বৈরিতা মানবীয় মূল্যবোধসমূহকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করছে, যার ফলে বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন করার পথে নিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু বিশ্বে আপনার এক প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর রয়েছে, আমি আপনাকেও আরো বিস্তৃত পরিসরে বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য তাগিদ করছি যে, খোদাতা'লার প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক যে ভারসাম্য, তার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে তারা নিজেদের ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ বাণী পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বিস্তৃত পরিসরে এবং পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে দূর-দূরান্তে পৌঁছানো আবশ্যক। বিশ্বের সকল ধর্মের জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজন আর বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা সৃষ্টি হওয়াপ্রয়োজন। আমার প্রার্থনা এই যে, আমরা সকলে যেন নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধাবন করে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এবং এ জগতে আমাদের

স্রষ্টাকে চেনানোর প্রক্রিয়ায় নিজ ভূমিকা পালন করতে পারি। আমাদের নিজেদের হাতে দোয়ার অস্ত্র আছে, আর আমরা সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি যে, পৃথিবীর ধ্বংস যেন এড়ানো যায়। আমি দোয়া করি, যে ধ্বংসযজ্ঞ আমাদের জন্য অপেক্ষমান তা থেকে আমরা যেন রক্ষা পাই।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ

(নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলিফা)

পবিত্র কোরআন করীমের আলোকে কৃষি

নাবিদ আহমদ লিমন ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

সৃষ্টি- জগতে কৃষির গুরুত্ব সর্বাধিক। কৃষি শুধুমাত্র পৃথিবীর মানুষের জীবন-ধারণের জন্যই নয়, বরং পৃথিবীর ভবিষ্যতও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কৃষির উপর অনেক দেশের অর্থনৈতিক-উন্নতি নির্ভর করে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কৃষিকে অন্য সকল পেশা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন কৃষক যেভাবে সকাল-সন্ধ্যা শ্রম, মেধা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহতা'লার গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে, আর যেভাবে খোদাতা'লার কুদরত ও গুণাবলী তার সামনে প্রকাশিত হয়, তা অন্য কোন পেশার লোকদের মাঝে প্রকাশিত হয়না।

আধ্যাত্মিকতাকে সম্মুখে রেখে পবিত্র কোরআন করীম কৃষি ও কৃষি-কাজের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। যেমন-পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- আল্লাহ তিনি, যিনি আকাশ সমূহকে ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি এর মাধ্যমে রিয্ক হিসেবে তোমাদের জন্য নানা প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছেন (সূরা ইব্রাহীম:৩৩)। তদ্রুপ, সূরা যুমারে আল্লাহতা'লা বলেন, -তুমি কি দেখনি, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন? এর পর তিনি স্রোতধারার আকারে একে ভূমিতে প্রবাহিত করেন। এরপর তিনি এর মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করেন। এই ফসলের ভিন্ন ভিন্ন রং হয়ে থাকে। এরপর তা (পেকে বা না পেকে) শুকিয়ে যায়। এরপর তুমি একে হলুদ রং ধারণ করতে দেখ। এরপর তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য বড় উপদেশ রয়েছে (সূরা যুমার:২২)।

প্রকৃতপক্ষে কৃষি একটি বিজ্ঞান, বরং বিভিন্ন ধরণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমষ্টি। যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ আঃ বলেছেন, কোরআন মজীদ খোদাতা'লার বাণী, আর খোদাতা'লার কাজ হল বিজ্ঞান। খোদাতা'লার কাজ, অর্থাৎ-বিজ্ঞানের মাধ্যমে খোদাতা'লার বাণী অর্থাৎ- কোরআন মজীদের জ্ঞান অধিকতর প্রকাশিত হয়। কৃষিতে ও উৎপাদনে যে উন্নতি হয়েছে, তা কোরআন করীমের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী হয়েছে। আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআন করীমে বলেন -আর সব কিছু থেকে আমরা জোড়া সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (সূরা যারিয়াত:৫০)। আরো বলেন- আর এতে প্রত্যেক প্রকার ফল জোড়া জোড়া করে দুই লিঙ্গে সৃষ্টি করেছেন (আর রা'দ:৪)। আল্লাহতা'লা আবারও সূরা ত্বহার ৫৪ নম্বর আয়াতে বলেন- আর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। এরপর এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের জোড়া উৎপন্ন করেছি।

বিজ্ঞানিরা এই প্রত্যেক প্রকার জোড়া নিয়ে গবেষণা করার পরেই বিভিন্ন ধরণের বীজ ও বিভিন্ন ধরণের চারাগাছ আবিষ্কারে সফল হয়েছে। খামারে ভুট্টা, গম, কার্পাস, চেরীফল প্রভৃতি এই গবেষণার ফলে আবিষ্কার হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বীজের Cross Breed থেকেই এই ধরনের বীজ তৈরী করা হয়েছে যার কারণে উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোরআন করীম শুধুমাত্র জ্ঞান ও নীতিই বর্ণনা করেনি, বরং এই সুসংবাদও প্রদান করেছে যে, যদি এই জ্ঞান ও নীতির আলোকে গবেষণা করা যায়, তাহলে কৃষিক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে অনেক বেশি উৎপাদন সম্ভব। যেমন-পবিত্র কোরআনে আল্লাহতা'লা সূরা আল বাকারার ২৬২ নম্বর আয়াতে বলেন- যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে,তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্য বীজের ন্যায়, যা সাতটি শীস উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীসে একশ শস্যদানা থাকে। আর আল্লাহতা'লা যার জন্য চান (এর চেয়েও) বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহতা'লা প্রাচুর্য দানকারী ও সর্বজ্ঞ।

উৎপাদন যদি এত বেশি পরিমান সম্ভব হয়, তাহলে খাদ্য সঙ্কটও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট সমস্যাও থাকবেনা। কৃষি ক্ষেত্রে অনেক বেশি উন্নতি করা সম্ভব। সেই দিন দূরে নয়, যেদিন কোরআনের এই সু-সংবাদ আমরা প্রত্যক্ষ করব। কোরঅন করীমে আল্লাহতা'লা সূরা আবাসার ২৫-৩৩ নম্বর আয়াতে বলেন- অতএব, মানুষ তার নিজের খাবারের দিকে লক্ষ্য করুক, (আর সে দেখুক) কিভাবে আমরা মুষলধারে পানি বর্ষণ করি। এরপর আমরা মাটিকে ভালভাবে কর্ষণ করি, এরপর আমরা এতে শস্যদানা উৎপন্ন করি। এবং আঙুর ও শাকসব্জি এবং জলপাই ও খেজুর এবং ঘন বাগান সমূহ এবং ফল-ফলাদি ও তৃণলতা, যা তোমাদের এবং গবাদি পশুর জন্য জীবনোপকরণ।

এ আয়াত গুলিতে চাষের গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণনা করা হয়েছে। ভাল বীজ তৈরী

এরপর ৭-এর পাতায়.....

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মুমেনীন (আই.) যুক্তরাজ্যের বাৎসরিক জলসায় ৩রা আগস্ট, ২০১৮ তারিখে উদ্বোধনী ভাষণে জামাতের সদস্যবর্গকে অধিকহারে দরূদ শরীফ এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করার প্রতি আহ্বান করেন।

(1) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

অর্থ - হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।

(2) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ: 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হইতে দিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯)

(3) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর, এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা দান কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।'

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৪১)

(4) رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমাদের প্রাণের উপর আমরা অত্যাচার করিয়াছি এবং তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

(সূরা আরাফ, আয়াত: ২৪)

(5) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালেও কল্যাণ এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর, এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর।'

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২০২)

(6) اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

'হে আল্লাহ্! তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি (অর্থাৎ তোমার ভীতি ও প্রতাপে যেন তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়) এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

(আবু দাউদ, কিতাবু ফাযায়েলুল কুরআন)

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ: ' হে আমার প্রভু! সব কিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তার বিধান কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার উপর কৃপা কর। '

[ইলহাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

****

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জাপান সফর

Meiji Shrine

শিন্তোইসম-এর পীঠস্থান। আধুনিক জাপানের রূপকার Meiji Shrine এর মঠটি জাপানের রাজকীয় মঠ বলে বিশ্বাস করা হয়। ১৭০ একর ভূ-খণ্ডের উপর বিস্তৃত এই শ্রাইনটি জাপানী ধর্ম শিন্তেইযমে সব থেকে মূখ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত।

জাপানী ধর্মে প্রকৃতির রূপের উপাসনা করা হয়। এই কারণে এই মঠটি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা থাকে।

এই মঠ জাপানের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে পরিচিত। জাপান সফরকারী বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রপ্রধান তাদের সফর মেইজি মঠ পরিদর্শনের মাধ্যমেই করে থাকেন। এখানকার প্রধান পুরোহিতকে কোন দেশের গ্র্যান্ড মুফতির মত সম্মান দেওয়া হয়। এই মঠ যেহেতু রাজকীয় তাই জাপানের সম্রাটই এর তত্ত্বধায়ক।

এই ধর্ম মতে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুতে খোদার অস্তিত্ব রয়েছে, এবং এর কল্যাণকর প্রভাব থেকে উপকৃত হওয়া এবং অমঙ্গলজনক প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকতে তাদের পূজা করার মতবাদ উপস্থাপন করা হয়। জাপানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধধর্মমতের পূর্বের যুগ থেকে এই ধর্ম বা সংস্কৃতি চলে আসছে। মৌলিকভাবে এই ধর্মের 'কামি' বা বিভিন্ন গোপন ও কল্যাণকর শক্তির অবধারণা পাওয়া যায়। এই অবধারণা বিভিন্ন খোদার নামে পরিচিত। সূর্য দেবতা, ভূমি দেবতা, মৃত্যু দেবতাদের মধ্যে ইয়োমির অবধারণা এই ধর্মে স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে মৃত্যু ও আরোগ্যদানকারী শক্তি Okuninushi সম্পর্কেও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরপর মৃত বুযুর্গদেরকেও 'কামি'র অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষ উপলক্ষ্যে তাদের প্রতি এই কারণে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মতবাদও পাওয়া যায় যে তারাও মানুষের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত এবং পরে এমন বিশ্বাসও এই ধর্মের অংশে পরিণত হয়েছে যে, জাপানের সম্রাট পবিত্র আত্মা এবং সমস্ত শক্তির উৎস। এই কারণেই এই সমস্ত আত্মাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বছর ব্যাপী বিভিন্ন উৎসব উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠান অনুসারে বেলা ২:৩০ অনুসারে মেইজি মঠ যাওয়ার জন্য হুযুর আনোয়ার হোটেল থেকে রওনা হন এবং ৩:১০ টায় এখানে পৌছান। মঠের মূখ্য দরজায় একজন প্রোটোকল পুরোহিত ডক্টর মাইক সাটা সাহেব (এই ব্যবসায়ীর কথায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) হুযুর আনোয়ারকে অভিবাদন জানান এবং করমর্দন করেন। এই উপলক্ষ্যে শান্তোইযমের একজন অধ্যাপক ও গবেষক মি. মাসাহির্দ সাতো সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। এরপর শ্রাইনের মূখ্য দরজা Torri থেকে হুযুর আনোয়ারকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। ডক্টর সাটা সাহেব এবং পুরোহিত শ্রাইনের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয় করানোর সময় পুরোহিত মহাশয় উক্ত শ্রাইনের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং বলেন, এখানে মানুষ আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের জন্য আসেন এবং নিজেদেরকে পবিত্র করে। নতুন বছরের সূচনাতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ এখানে আসেন এবং সারা বছর ব্যাপী প্রায় এক কোটি মানুষ এই মঠ পরিদর্শন করতে আসেন।

বসন্ত ঋতুতে প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য পুষ্প-সজ্জাও তাদের ধর্মের অংশ। এই শ্রাইনের একটি অংশে জাপানে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকারের রঙ বে-রঙের ফুল দিয়ে বিভিন্ন অংশকে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করে তোলা হয়েছিল।

কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর এক স্থানে পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে লোকেরা হাত ধোয় এবং এমনটি করা এবিষয়ের প্রতীক যে, এরফলে মানুষের মস্তিষ্ক ও শরীর পবিত্র হয় এবং এই ধর্মের অনুসারীদের মতে এটি ঠিক মুসলমানদের নামাযের পূর্বে ওজু করার মত। হুযুর আনোয়ার (আই.)ও নিজের হাত ধোন।

প্রধান দরজার ভিতরের অংশের দূরত্ব ৭০০ মিটার। হুযুর আনোয়ার ভিতরের শ্রাইনের ভিতরের এই অংশের নিকট পৌছালে অনুষ্ঠান অনুযায়ী ডেপুটি চীফ প্রিস্ট Shigerhiro Miyazaki নিজের সদস্যদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। হুযুর আনোয়ার তাঁকে ধন্যবাদ জানান। ডেপুটি চিফ প্রীস্ট শ্রাইন সম্পর্কে আরও তথ্য দেন। কথোপকথনের সময় প্রীস্টের পক্ষ থেকে একথারও উল্লেখ করা হয় যে, আমাদের ধর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর যে বিভিন্ন খোদা রয়েছেন তাদের উপরে কোন এক বড় খোদা থাকা উচিত। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এক খোদার কনসেপ্ট তো রয়েছে। 'আল্লাহউ নুরুস সামাওয়াততি ওয়াল আরয'- আল্লাহ্ই একক সত্ত্বা যিনি আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতিঃ। তিনিই সমগ্র প্রকৃতি ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সব কিছু খোদারই চিহ্ন মাত্র। তিনিই খোদা যাঁর যাবতীয় গুণাবলীর প্রকাশক। পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তু একই খোদার গুণাবলীর প্রকাশক এবং একই খোদার সৃষ্ট।

শ্রাইনের অভ্যন্তরভাগে একটি বিশেষ কাষ্ঠ খণ্ডের উপর নিজের কামনা লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। রাষ্টনেতারা যখন এই শ্রাইনের পরিদর্শন করেন তখন তারা এখানে এসে বিভিন্ন কাষ্ঠ ফলকে নিজেদের বার্তা লিখে দেয়। হুযুর আনোয়ারও এই স্থানে আসেন। তাঁর সামনে কিচু লেখার জন্য একটি ফলক রাখা হয়।

হুযুর আনোয়ার যখন ফলকের উপর লিখছিলেন সেই সময় ডক্টর সাটা যিনি পিছনে একদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বলেন এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিজেদের কামনা-বাসনা ব্যক্ত করেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু আমি জানি যে, পৃথিবীতে যেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় হুযুর আনোয়ারের এটিই প্রার্থনা ও কামনা । এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, আজ যদি পৃথিবীতে কেউ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তবে তিনি হলেন খলীফাতুল মসীহ।

ডক্টর সাটা মাইক সাহেব পি.এইচ.ডি ডক্টর এবং জাপানে চিকিৎসার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক একটি বৃহৎ কোম্পানির মালিক। তাঁর কোম্পানির প্রস্তুতকৃত সরঞ্জাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করা হয়। আজকের শ্রাইন পরিদর্শনের পরিকল্পনাও ডক্টর শ্রাইন দ্বারা তৈরী সাজানো হয়েছে। ডক্টর সাতা সাহেব হুযুর আনোয়ারকে নিজের গাড়ি পেশ করেন যাতে হুযুর জাপান অবস্থানকালে যাতায়াত করবেন এবং বিশেষভাবে তাঁর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত এই গাড়ি করেই যেন হুযুর আনোয়ার মঠে আসেন। হুযুর আনোয়ার হোটেল থেকে মঠ এবং মঠ থেকে হোটেলে ফিরে যাওয়ার জন্য এই গাড়িই ব্যবহার করেন এবং পরে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক তাঁকে গাড়িটি ফেরত পাঠিয়ে দেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সেই ফলকে যে বার্তা লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ-

'আল্লাহু নুরুরস সামাওয়াতি ওয়াল আরয'

Allah is the Light of Heavens and the Earth. Allah reward the Emperor Mejii for his peace creating work in the country and the world.

এরপর ডেপুটি চিফ প্রীস্ট এবং তাঁর সঙ্গীরা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে গ্রুপ ফোটো তোলেন।

এরপর শ্রাইনের একটি হলঘরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) সেই হল ঘরে আসেন যেখানে ডেপুটি প্রীস্ট তাঁকে যথারীতি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং মঠের পরিচিতি তুলে ধরে এর ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি জাপানের মেজি সম্রাটের পরিচিতি তুলে ধরে বলেন যে, এই সম্রাট উনবিংশ শতকে আধুনিক জাপানের ভিত রচনা করেছিলেন এবং জাপানের এক সংবিধান প্রণয়ন করেন এবং ১৮৮৯ সালে তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন। এরপূর্বে এখানে ভীষণ কঠোরতা করা হত এবং বাইরের লোকদেরকে এখানে আসতে দেওয়া হত না। এই সম্রাট প্রথমবার ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং জাপানকে এক সভ্যতার পথে নিয়ে আসেন আর সংবিধান রচনা করে একে সুসংগঠিত করেন।

১৯১২ সালে সম্রাটের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর শিন্তো মঠ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত হয়। যেস্থানে এই শ্রাইন নির্মিত হয়েছে সেটি একটি ফাঁকা মাঠ ছিল। অতঃপর এখানে একটি কৃত্রিম জঙ্গল তৈরী করা হয়। সারা জাপান থেকে এক লক্ষ গাছকে শিকড় সমেত তুলে এখানে রোপন করা হয় আর এই সমস্ত কাজ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়ে। ছয় বছরের মধ্যে মঠ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে ১৯২০ সালে ১লা নভেম্বর এটি পূর্ণতা লাভ করে।

জাপানে প্রায় ৮০ হাজার মঠ রয়েছে আর এই মেইজি মঠ এগুলির মধ্যে পবিত্রতম কেন্দ্র।

এরপর প্রায় ২৫ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয় যা এই মঠের ইতিহাস, নির্মাণ, শিন্তো ধর্মে ইবাদতের পদ্ধতি, তাদের প্রথা, অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদি দেখানো হয় এবং এখানে আগমণকারী কয়েকজন নেতৃস্থানীয় পরিদর্শকদের সাক্ষাতকারও দেখানো হয়।

এই অনুষ্ঠানে শেষপর্বে ডেপুটি চিফ প্রীস্ট আরও একবার হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁকে মঠের ইতিহাস এবং শিন্তোইযমের বিষয়ে একটি স্মারক পেশ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)

মিনারাতুল মসীহ্‌র যে ক্রীস্টাল রেপ্লিকা তৈরী করা হয়েছিল তা উপহার দেন এবং মঠের ব্যবস্থাপকদের পক্ষ থেকে সম্মান দেওয়ার কারণে তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মেজি কিনেক্যান-এ নিশীভোজ

মেইজি মঠের এই পরিদর্শনের পর হুযুর আনোয়ারের সম্মানে একটি কমপ্লেক্সে এক বিশেষ নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল আর উদ্যক্তা ছিলেন ডক্টর সাতা সাহেব। মেইজি কিনেকাইন সেই স্থান যেখানে জাপানের সংবিধান রচিত হয়েছিল আর এখানে কেবল রাজকীয় অতিথিরাই আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন আর রাষ্ট্রনেতাদের সম্মানে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে। এখানে হুযুর আনোয়ারের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানের স্বাগতিক ডক্টর সাতা সাহেব নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন- আমি ২০০৯ সালে প্রথম হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে লন্ডনে সাক্ষাত করি। হুযুর আমাকে সেখানে ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমার মনে আছে, সেখানে আমাকে অনেক সম্মান দেওয়া হয়েছিল। এরপর আমি ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করি এবং সেখানে বক্তব্য রাখারও সুযোগ দেওয়া হয়।

জামাত আহমদীয়া জাপানে ভূমিকম্পের সময় দুর্গতদের অনেক সাহায্য করেছে। জামাত আহমদীয়া শান্তির প্রতিভু আর জামাত আহমদীয়াই প্রকৃত ইসলাম। জামাতের শিক্ষা সম্পর্কে জাপানীদের পরিচিত হওয়া উচিত। ডক্টর সাহেব একজন সহকারিনী অধ্যাপিকা আকিকো কোমুরা সাহেবার কথা উল্লেখ করেন যিনি ইসলামিক স্টাডিস-এর গবেষকও বটে। তিনি ইসলাম সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন যার শীর্ষক হল-'কিভাবে ইসলাম জাপানী জাতির সঙ্গে যোগাযোগের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হতে পারে?' লেখিকা অনেক স্থানে জামাতের প্রশংসা করেছেন এবং সুন্দরভাবে জামাতের পরিচিতি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, এখন জাপানীদেরকে জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে পরিচিত করে তোলা আবশ্যক।

যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের পর তাদের দেশে অনেক মিশনারি পাঠিয়েছিল যাতে জাপানীদেরকে ধর্মচ্যুত করে খৃষ্টান বানানো যায়। কিন্তু তারা সফল হয় নি, তারা জাপানীদেরকে খৃষ্টান বানাতে পারে নি। সবশেষে ডক্টর সাটা হুযুর আনোয়ারকে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আমি ডক্টর সাতা সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই যিনি আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। ২০১৩ সালে আমি যখন জাপানে আসি, সেই সময় তিনি হোটেলে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। সাতা সাহেব আমাদের রীতি মেনে চলছেন, আমরা কাউকে বন্ধু করলে সেই বন্ধুত্ব সতত বজায় রাখি। আমাদের এই রীতি সাতা সাহেব বজায় রেখেছেন অর্থাৎ আমাদেরকে বন্ধু বানানো পর নিষ্ঠার সঙ্গে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রেখেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আজ থেকে একশ বছর পূর্বে এক বৈঠকে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জাপানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে বলেন-

" আমি অবগত হয়েছি যে, ইসলামের প্রতি জাপানীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। "

আঁ হযরত (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শেষ যুগে আগমণকারী মসীহ ও মাহদীই পৃথিবীর সম্মুখে ইসলামে প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করবেন, এমনটি অবধারিত ছিল। এই উদ্দেশ্যেই আমরা জাপানেও এসেছি আর আজ আহমদীরাই সেই সমস্ত লোক যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জাপানীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। আমি আশা করি, ইসলামের প্রকৃত বাণী জাপানীদের কাছে পৌঁছালে তারা তা শুনবে এবং পছন্দ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি এও আশা করি যে, এখানকার সৎ প্রকৃতির মানুষেরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বুঝবে এবং এখানে শিন্তো ধর্ম ও সংস্কৃতির শিকড় গভীর হলেও তারা ইসলামের সত্যতার বাণী গ্রহণ করবে। এখন আমরা সকলে মিলে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহিষ্ণুতা এবং শান্তির জন্য কাজ করতে চাই। খোদা তা'লা পৃথিবীকে যুদ্ধ -বিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা করুন এবং এটিকে শান্তিনীড়ে পরিণত করুন। আমীন।

সাতা সাহেবের সহকারিনীও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পার্লামেন্ট সেক্রেটারী ছিলেন। ২০১১ সালে সেখানে হিউম্যানিটি ফার্স্ট এবং জামাতের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ২০১২ সালে জামাতের বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন আর এবিষয়ে ভীষণভাবে প্রভাবিত হন যে, জামাত আহমদীয়ার প্রথম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা ভূমিকম্পের পর বিপর্যস্ত এলাকায় সেবার জন্য পৌঁছেছিল।

তিনি একটি বই লিখেছেন যার শীর্ষক হল- 'কিভাবে ইসলাম জাপানী জাতির সঙ্গে যোগাযোগের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হতে পারে?' অনুষ্ঠানে তিনি নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, আমি দশ বছর থেকে এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছি যে, জাপানে কিভাবে ইসলামকে পরিচিত করে তোলা যায় আর এই প্রেক্ষাপটে আমি বই লেখার চেষ্টা করেছি। ইসলাম সম্পর্কে জাপানীদের চিন্তাধারা বেশ দূরে। তাদের জন্য এটি সহজবোধ্য নয়। পুস্তকটি আমি জাপানী ভাষায় লিখেছি। ভবিষ্যতে উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় লেখা হলে উপকার হবে।

২০১১ সালে সুনামী ও ভূমিকম্প এসেছিল। সেই সময় থেকে জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পর্কের শুরু। জামাত আহমদীয়া প্রথম কোন ধর্মীয় সংগঠন ছিল যারা সেখানে সাহায্যের জন্য পৌঁছেছিল। এরপর আমি জামাতের অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করা আরম্ভ করি আর জানতে পারি যে আহমদীয়া নামেও ইসলামের একটি ফির্কা রয়েছে। এরপর আমি আরও গবেষণা করি আর জামাত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। জামাতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরী হয় আর আমি এও উপলব্ধি করি যে, একমাত্র জামাত আহমদীয়াই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করে। আমি নিজের পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে আহমদীয়াত এবং তাদের সেবার কথা উল্লেখ করেছি। আমি এই পুস্তকের মাধ্যমে ইসলামের পরিচয় এবং জাপানীদের সঙ্গে ইসলামের বোঝাপড়া তৈরী করার চেষ্টা করছি।

তিনি নৈশভোজে হুযুর আনোয়ার-এর বাম দিকে আসনে ছিলেন। হুযুর আনোয়ার ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথোপকথনের সময় জামাত আহমদীয়ার ধর্মবিশ্বাস এবং শিক্ষা সম্পর্কে বলেন। জিহাদের সঠিক ইসলামী কনসেপ্ট সম্পর্কে বলেন যে, প্রকৃত এবং সর্বোচ্চ মানের জিহাদ হল নিজের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন নিয়ে আসা এবং ইসলামের শিক্ষামালা এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাণী প্রচার করা। এই কারণে আজ যে সমস্ত উগ্রবাদী মুসলিম সংগঠন যুদ্ধ করছে, তাদের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম এমন কোন জিহাদের উপর বিশ্বাস রাখে না।

এরপর হুযুর আনোয়ার হযরত ঈসা (আ.) -এর মৃত্যু এবং আগমণকারী মসীহর প্রেক্ষাপটে জামাত আহমদীয়া এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে বলেন যে, অন্যান্য মুসলমানেরা হযরত ঈসা (আ.) কে আকাশে জীবিত জ্ঞান করে এবং বিশ্বাস করে যে, শেষযুগে তিনি জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। অপরদিকে জামাত আহমদীয়া বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন আর আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে মসীহ্‌র আবির্ভাবের কথা সেই মসীহ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী রূপে এসে গেছেন। তিনি ১৮৮৯ সালে জামাতের গোড়া পত্তন করেন। অতএব আমরা এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে এটিই মূল পার্থক্য।

নৈশভোজের অনুষ্ঠান সাতটা ১৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়। সব শেষে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করান।

এখান থেকে ফিরে মেইজি কিনেকান কমপ্লেক্সে হুযুরকে সেই কামরা দেখানো হয় যেখানে জাপানে সংবিধান রচিত হয়েছিল। এখান থেকে ৭টা ৪০মিনিটে হুযুর হোটেলে ফিরে যান। হোটেলের একটি হলঘর নামাযের জন্য নেওয়া হয়েছিল, সেখানে এসে হুযুর আনোয়ার মগরিব ও এশার নামায পড়ান। নামাযের হুযুর আনোয়ার নিজের বিশ্রাম কক্ষে যান।

হুযুর আনোয়ার ডক্টর সাতা সাহেবের উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, ২০১৩ সালে আমি যখন জাপান আসি তখন তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য হোটেলে এসেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার যখন জাপান সফরে আসেন সেই সময় ডক্টর সাতা সাহেব নিজের কোম্পানির একটি বিজনিস সফরে ইতালিতে ছিলেন। তিনি জাপান পৌঁছে সন্ধ্যায় আমাদের মুবাল্লিগ ইনচার্য সাহেবকে ফোন করে বলেন তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান। মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, এই মূহুর্তে সাক্ষাত করা মুশকিল, কারণ কাল সকালে হোটেল থেকে এয়ারপোর্টে রওনা হতে হবে, লন্ডন যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে। সাতা সাহেব বলেন, আমি সকালেই হোটেলে পৌঁছে যাব আর হোটেলের লবিতে হুযুরের অপেক্ষা করব। হুযুর যখন সেখান দিয়ে পথ অতিক্রম করবেন আমি অন্ততঃ তাঁর মুখ দর্শন তো করবই। তিনি সকালে হোটেলে চলে আসেন। হুযুর আনোয়ার যখন হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য লবিতে আসেন সেই মূহুর্তে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে হুযুরের সঙ্গে করমর্দন করেন। হুযুর আনোয়ার তাঁর কুশলবার্তা জানতে চান এবং কিছুক্ষণের জন্য বার্তালাপ হয়।

পরে তিনি মুবাল্লিগ ইনচার্জকে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 20 Sep, 2018 Issue No.38

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বলেন, আমি এই চিন্তা করে এসেছিলাম যে, বাইরে যাওয়ার সময়ে আমি হুযুর আনোয়ারের মুখ দর্শন করতে পারব। কিন্তু আমি করমর্দন করার সম্মান লাভ করলাম এবং হুযুরের সঙ্গে কথাও বলেছি। আমি এক অবর্ণনীয় আনন্দ উপভোগ করছি।

১৮ই নভেম্বর, ২০১৫

টোকিও থেকে নাগোয়ার জন্য রওনা এবং নাগোয়াতে পদার্পণ

আজকের কর্মসূচি অনুসারে টোকিও থেকে ট্রেনে করে নাগোয়া যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সকাল ১০:১০টায় হুযুর আনোয়ার হোটেলের বাইরে আসেন এবং রওনা হওয়ার পূর্বে দোয়া করান। এর পর টোকিওর শিনাগাওয়া রেলস্টেশনে আসেন। ১০:৪০ মিনিটে তিনি রেলস্টেশনে পৌছান। এখান থেকে ১১:২৭ টায় নাগোয়ার জন্য যাত্রা শুরু হয়। টোকিও থেকে নাগোয়ার দূরত্ব ৩৫০ কিমি। টোকিও ছাড়াও জাপানের প্রধান শহরগুলি হল ওসাকা, কোয়েটো, ইকোহা এবং নাগোয়া। নাগোয়া জাপানের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। টোকিও থেকে নাগোয়ার পথ অত্যন্ত নয়নাভিরাম দৃশ্য পরিবেশন করে। চতুর্দিকে ঘন-সবুজ পাহাড় এবং উপত্যকা চোখে পড়ে। রেল ওয়ে লাইনের উভয় পার্শ্বে জনবসতি রয়েছে। শহর, গ্রাম-গঞ্জ এবং সেগুলির পিছনে দৃষ্টিনন্দন পাহাড়ের শৃঙ্খলা আর এই পাহাড়ে রয়েছে সর্বত্র সবুজের আচ্ছাদন।

জাপানের সব থেকে বড় পর্বত হল মাউন্ট ফুজি। এই পর্বত টোকিও থেকে নাগোয়া যাওয়ার পথে দেখা যায়। পর্বতের উচ্চতা ৩৭৭৬ মিটার আর এর শৃঙ্গ বরফাবৃত থাকে। এই আগ্নেয়গিরি পর্বতের শৃঙ্গে ৮০০ মিটার প্রশস্ত এবং ২০০ মিটার গভীর একটি গহ্বর রয়েছে। পর্বতটি এযাবৎ ১৩ বার অগ্নুৎপাৎ ঘটিয়েছে। জাপানে প্রায় ৮০টি আগ্নেয়গিরি পর্বত রয়েছে আর সাতটি আগ্নেয়গিরি বেল্ট জাপানের ভূপৃষ্ঠের তলদেশ দিয়ে গিয়েছে।

জাপানের ট্রেনগুলিকে নোযোমি এক্সপ্রেস বলা হয়। এগুলি প্রতি ঘন্টা ৩০০ কিমি গতিতে ছুটে চলে।

নোযামি এক্সপ্রেস ৩৩১ টোকিও থেকে নাগোয়া থেকে ১ ঘন্টা ৩৩ মিনিট সময়ে যাত্রার পর দুপুর একটার সময় নাগোয়া পৌঁছায়।

নাগোয়াতে হুযুর আনোয়ার এবং তাঁর সঙ্গীদের থাকার জন্য হিলটন হোটেলে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্টেশন থেকে রওনা হয়ে ১: ২০টায় হুযুর আনোয়ার হোটের পদার্পণ করেন, যেখানে হোটেলের এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং কর্মী সদস্যরা হুযুর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর হুযুর বিশ্রাম কক্ষের উদ্দেশ্যে যান।

জাপানের মাটিতে নির্মিত এটি জামাত আহমদীয়ার প্রথম মসজিদ, হুযুর আনোয়ারের হাতে যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২০ শে নভেম্বর ২০১৫ শুক্রবার।

হুযুর আনোয়ার মসজিদ পরিদর্শন করার সময় জাপানের ন্যাশনাল সদর জামাতকে কিছু বিষয় নিয়ে জানতে চান এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মসজিদের পিছনের অংশে পর্দা লাগিয়ে এবং সেটিকে Moving Partition করে লাজনাদের জন্য ব্যবস্থা করা হোক।

জাপানে জামাত আহমদীয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

জাপান চারটি বড় দ্বীপ Hokkaido, Honshio, Kyshu & Shikoko এবং আরও হাজার হাজার ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত একটি দেশ। জাপানের মোট দৈর্ঘ্য ২৩৬০ মাইল। জাপানকে পর্বতের দেশও বলা হয়। জাপানের প্রায় ৬৭ শতাংশ অঞ্চল পার্বত্যভূমি আর ৩৩ শতাংশ সমভূমির অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু অসংখ্য পর্বতের শৃঙ্খলা বাসযোগ্যভূমির পরিমাণ সঙ্কুচিত করেছে তাই সমভূমিতে বিপুল জনসংখ্যার কারণে জাপান পৃথিবীর সব থেকে জনঘনত্বপূর্ণ দেশে পরিণত হয়েছে। রাজধানী টোকিওর জনসংখ্যাই দেড় কোটিতে পৌঁছে গেছে। স্থানাভাবে টোকিওতে পাতাল রেল রয়েছে। অনেক স্থানে তিন তলা পর্যন্ত রেল লাইন পাতানো হয়েছে। অনুরূপভাবে ভূমি থেকে তিন তলা পর্যন্ত সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। আর শহর জুড়ে স্থানে স্থানে মাইলের পর মাইল দীর্ঘ উড়ালপুল তৈরী করে তিনতল বিশিষ্ট রাস্তা তৈরী করা হয়েছে যাতে ট্রাফিক যাতায়াতের সুবিধা হয়।

জাপানের আহমদীয়া মিশনের গোড়া পত্তন হয় ১৯৩৫ সালে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বরকতময় যুগে যখন শ্রদ্ধেয় সুফি আব্দুল কাদির সাহেব প্রথম মুবাল্লিগ হয়ে জাপান পৌছান। প্রায় দুই বছর পর ১৯৩৭ সালের ১৯ই জানুয়ারী মৌলবী আব্দুল গফুর নাসের সাহেব দ্বিতীয় মুবাল্লিগ হিসেবে জাপানে আসেন এবং সেখানে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজ অব্যাহত থাকে। তিনি ১৯৪১ সালে কাদিয়ান ফিরে আসেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৬৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মেজর আব্দুল হামীদ সাহেব মুবাল্লিগ হিসেবে জাপানে আসেন। এরপরও বিভিন্ন সময়ে জাপানে মুবাল্লিগগন এসেছেন।

বর্তমানে আল্লাহ্‌র কৃপায় জাপানে টোকিও ও নাগোয়া শহরে জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং উভয় স্থানে জামাতের কেন্দ্র রয়েছে। জাপানে জামাতের প্রথম মিশন হাউস নাগোয়া শহরের মেইতু কু অঞ্চলে অবস্থিত। মিশন হাউসের ভবনটি জাপানের প্রাক্তন মুবাল্লিগ ইনচার্জ শ্রদ্ধেয় আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব ১৯৮১ সালে ক্রয় করেছিলেন। এইভাবে জাপানে জামাতের প্রথম স্থায়ী তবলীগ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তৎকালীন যুগের পত্রিকা 'দ্যা জাপান টাইমস্' এর সংবাদ প্রকাশ করে। মিশন হাউসটি দ্বিতল। উপরের অংশ আবাসিক এবং নীচের অংশ অফিস, লাইব্রেরী এবং নামাযের স্থানের জন্য সংরক্ষিত।

২০১৩ সালে নাগোয়াতে মসজিদ নির্মাণের জন্য এক খণ্ড জমি ক্রয় করা হয় যার আয়তন ছিল প্রায় তিন হাজার বর্গমিটার। এর উপর একটি ঢালাই বিল্ডিং ছিল যা ১৯ বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। জমি এবং ভবনটি প্রায় ৮ লক্ষ ডলারে ক্রয় করা হয়েছিল।

এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় এখানে যথারীতি মসজিদ নির্মাণ হয়েছে আর হুযুর আনোয়ার মসজিদের নাম রেখেছেন- " মসজিদ বায়তুল আহাদ"। ২০ শে নভেম্বর তারিখে জুমার দিন এর উদ্বোধন হয়। জাপানের মাটিতে এটি জামাতের প্রথম মসজিদ। মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রেস ও মিডিয়ায় সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

১১ই নভেম্বর মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার ঘোষণা দিয়ে দেশের দ্বিতীয় প্রধান পত্রিকা Asahi Shnbun একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যা নিম্নরূপ।

" মুসলমান 'শান্তি ও ভালবাসা' যাদের ঈমানের অঙ্গ।

জামাত আহমদীয়া জাপানের মসজিদ এবং কমিউনিটি সেন্টার আইচি প্রিফেচারের তাসুশীমা শহরে নির্মিত হল। পাঁচটি ছোট বড় মিনার সম্বলিত এই মসজিদে প্রায় ৫০০ নামাযী নামায পড়তে পারবে। এই দিক থেকে এটিকে দেশের বৃহত্তম মসজিদ বলা হচ্ছে।

দ্বিতীয় তলে অফিস ও রন্ধনশাল ছাড়া মিটিং রুম এবং লাইব্রেরীও রয়েছে। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকে এই মসজিদে আসতে পারে। এখানে ইংরেজি, উর্দু এবং আরবী ভাষার সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা বৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হবে।

শান্তি ও ভালবাসার প্রচার এবং নিজের পরিবেশের সঙ্গে মেলবন্ধন বাড়ানোর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করা জামাত আহমদীয়ার বিশেষত্ব। জাপানে অধিকাংশ পাকিস্তানী এবং আরও ১৫ টি অন্যান্য জাতি সমেত জামাতের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০০জন। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তি কাজের ক্ষেত্রেও এই জামাত এগিয়ে রয়েছে। এরা কুবের ভূমিকম্পে, সুনামি এবং উত্তর জাপানেরর ভূমিকম্পও ছাড়াও এবছরের প্লাবনের পর দুর্গতের খাদ্য বিতরণ করার মাধ্যমে সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছে।

জামাত আহমদীয়া জাপানের সদর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ আনীস আহমদ নাদীম (৩৭ বছর) আবেদন করেছেন যে, 'আমরা চাই জাপানীরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা বুঝুক এবং এজন্য তারা যেন নিজেই এগিয়ে আসে এবং স্বচক্ষে দেখুক যে প্রকৃত ইসলাম কি? "

(ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.